CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-13 ■ 17 October, 2025 ■ আগরতলা ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ৩০ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গুজরাটে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন

ভূপেন্দ্র সরকারের সব মন্ত্রির ইস্তফা, নতুন মন্ত্রিদের আজ শপথ

গান্ধীনগর, ১৬ অক্টোবর ।। গুজরাটে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের আভাস। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল মন্ত্রিসভার সমস্ত ১৬ জন মন্ত্রী বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেছেন। আগামীকাল সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক মহলে মনে করা হচ্ছে, এই পরিবর্তন আগামী ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ।

নতুন মন্ত্রিসভায় একাধিক নতুন মুখ যোগ হতে পারেন এবং প্রথমবারের মতো দু'জন ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের সম্ভাবনাও রয়েছে। বর্তমান মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রীসহ মোট ১৭ জন মন্ত্রী ছিলেন যার মধ্যে ৮ জন ছিলেন কেবিনেট মন্ত্রী এবং ৮ জন ছিলেন রাজ্য মন্ত্রী। সূত্র অনুযায়ী, এই সংখ্যা বেড়ে ২২ থেকে ২৩ জন পর্যন্ত হতে পারে। কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া কয়েকজন বিধায়ককেও নতুন মন্ত্রিসভায় জায়গা দেওয়া হতে পারে।

গুজরাটে মোট ১৮২ জন বিধায়ক রয়েছেন, এবং সংবিধান অনুযায়ী ক্যাবিনেটে মোট ১৫ পর্যন্ত, অর্থাৎ সর্বোচ্চ ২৭ জন মন্ত্রী রাখা যেতে পারে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান সরকারে বেশ কিছু মন্ত্রী বিজেপি হাইকমান্ডের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। তাছাড়া, সম্প্রতি বিসাভদর উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতির প্রচারণা সত্ত্বেও বিজেপি আম আদমি পার্টির প্রার্থী গোপাল ইটালিয়াকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। এই ফলাফলের পর থেকেই পরিবর্তনের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভূপেন্দ্র প্যাটেল সরকারের আগেও গুজরাটে এভাবে হঠাৎ মন্ত্রিসভা পরিবর্তন হয়েছে। আনন্দীবেন প্যাটেল ও বিজয় রূপাণীর সময়েও নির্বাচনের আগে আকস্মিক ইস্তফার ঘটনা ঘটেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনমনে তৈরী হওয়া শাসক-বিরোধী প্রবণতা কমানো।

রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে যে, এবার দলের সংগঠনে শক্তিশালী কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত কিছু পুড় খাওয়া নেতাকে পুনরায় গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। বিসাভদর ফলাফল বিজেপিকে ভাবনায় ফেলেছে, এবং এর জেরেই পুরনো অভিজ্ঞদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে জল্পনা চলছে।

২০২২ সালে ভূপেন্দ্র প্যাটেল সরকারে কোনো বড় পরিবর্তন করা হয়নি। তিন বছর পর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। জানুয়ারিতে পৌর নির্বাচন এবং দুই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনের ওয়াগন ভর্তি কোটি কোটি টাকার কফসিরাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর ।। ওয়াগন ভর্তি কফসিরাপ ঢুকলো রাজ্যে। গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ জিরনিয়া রেল স্টেশনে দিল্লি থেকে আগরতলাগামী মালবাহী ট্রেনটিকে আটক করেছে। তল্লাশিতে বগি ভর্তি কোটি কোটি টাকার এসকফ উদ্ধার হয়েছে। অগণিত বাক্সগুলি ট্রেন থেকে নামানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকে গভীর রাত পযর্ন। খবর লেখা পর্যন্ত উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর সংখ্যা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। গাড়ি , তেলের ট্যাঙ্কার সহ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের পর এবার রেলপথকে ব্যবহার করে মালবাহী রেলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার তিন সন্তানের জননী

মারধর করে চুল কেটে দিল পাষণ্ড স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৬ অক্টোবর ।। ধনপুর বিধানসভা এলাকায় ফের ঘটল মধ্যযুগীয় নৃশংসতা। যাত্রাপুর থানা এলাকার কাইচ্চাখলা এডিসি ভিলেজে এক গৃহবধূকে অমানবিকভাবে মারধর করে মাথার চুল কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় রীতিমতো তোলপাড় পুরো এলাকা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত গৃহবধূর নাম শাহানা আক্তার (৩০)। তার বাপের বাড়ি যাত্রাপুর থানার পূর্ব পাহাড়পুর পঞ্চায়েত এলাকায়। পিতা জামাল উদ্দিন ইতিমধ্যেই যাত্রাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিযুক্ত জামাই জসিম মিয়ার বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘটেছে ১৫ই অক্টোবর সকালে। অভিযোগ অনুযায়ী, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রী শাহানার উপর অমানবিক নির্যাতন চালায় জসিম মিয়া। বেধড়ক মারধরের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়েন শাহানা। এরপর ধারালো দা দিয়ে তার মাথার চুল কেটে ফেলে অভিযুক্ত স্বামী এবং বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সেই দৃশ্য দেখায় বলে জানা গেছে।

পরিস্থিতি দেখে প্রতিবেশীরা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। স্থানীয়রা গৃহবধূর বাপের বাড়িতে খবর পাঠায়। খবর পেয়ে শাহানার পিতা জামাল উদ্দিন ও আত্মীয়-স্বজনরা ছুটে এসে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারা যাত্রাপুর থানায় গিয়ে নিরাপত্তার আবেদন জানিয়ে অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১২ বছর আগে সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল শাহানা আক্তার ও জসিম মিয়ার। বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই জসিম মিয়া শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য স্ত্রীর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্য্যাতন চালাত। একাধিকবার জামাল উদ্দিন জামাইকে অর্থসাহায্য করলেও তার লোভ কমেনি। গত দুই বছর ধরে এক লক্ষ টাকা এনে দিতে চাপ সৃষ্টি করছিল জসিম, এবং টাকা না পেয়ে প্রায়ই স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করত বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সমগ্র যাত্রাপুর এলাকায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। মানবাধিকার কর্মীদের দাবি, অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে যাত্রাপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ধনপুর বিধানসভা এলাকায় এমন অমানবিক ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ কত দ্রুত এই নৃশংস ঘটনার কিনারা করতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘিরে শিক্ষক মহলে চাঞ্চল্য

রাজ্য সরকারের নীরবতায় উদ্বেগ শিক্ষাভবন অভিযানের ডাক দিল টিজিটিএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। *গত ১ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে যেসব সিনিয়র শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ এখনো পাঁচ বছরের বেশি রয়েছে, তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে আগামী দুই বছরের মধ্যে শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা (টেট) পাস করতে হবে, নতুবা বাধ্যতামূলক অবসরে যেতে হবে। একইসঙ্গে যেসব শিক্ষক চাকরির পাঁচ বছরের কম সময়ে রয়েছেন তাঁদের পদোন্নতির জন্যও টেট পাশ করা আবশ্যিক করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আগামী ১৮ অক্টোবর শিক্ষাভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে শিক্ষক সংগঠন টিজিটিএ।*

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক সংগঠন টিজিটিএ- র নেতৃত্বরা বলেন,

এই রায় কার্যকর হলে ২৩ আগস্ট, ২০১০-এর আগে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ২৫ লাখ শিক্ষক সরাসরি চাকরি হারানোর মুখে পড়বেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে রাজ্যের স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ও জাতিগত সম্প্রীতি বিনষ্টের চক্রান্তের অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর ।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলাদেশী বলে আখ্যায়িত করেছেন তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, যুব মোর্চার রাজ্য সহ-সভাপতি ও টি.এ.ডি.সি-র এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং, প্রদেশ সহ-সভাপতি ও এমডিসি বিমল চাকমা সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। বিপিন দেববর্মা বলেন, "রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণের বক্তব্য অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিজেপি এবং বিজেপির জনজাতি মোর্চা এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিজেপি সবসময় জোটধর্ম অক্ষুন্ন রাখতে এবং রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। এদিনের সাংবাদিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় স্বর্ণপাচারে জড়িত যুবক খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরো দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। স্বর্ণপাচার সংক্রান্ত ঘটনায় যুবক খুনের মামলায় আরো দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের নাম মোঃ সোহাগ খন্দকার ওরফে সাগর, তার বাড়ি সোনামুড়া থানাধীন আড়ালিয়া উত্তরপাড়ায়, ও নবীর হোসেন, তার বাড়ি এনসিনগর ফকিরাদোলা। তাদের আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। পাশাপাশি তাদের জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসার তথ্যগুলির ও তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই সীমান্ত দিয়ে তিন বাংলাদেশী চোরের মৃতদেহ বিজিবির হাতে হস্তান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর ।। খোয়াই জেলার আশারামবাড়ি এলাকায় বুধবার রাতে নিহত তিন বাংলাদেশী চোরের মৃতদেহ আজ খোয়াই পহরমুড়া বাল্লারবের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিএসএফ ও খোয়াই জেলা পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে দুই দেশের সীমান্ত কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে মৃতদেহ হস্তান্তর সম্পন্ন হয়।

নিহতরা হলেন, জুয়েল মিয়া (পিতা: মৃত আশরাফ উল্লা, গ্রাম: আলীনগর), পণ্ডিত মিয়া (পিতা: কনা মিয়া, গ্রাম: বাসুল্লা), সজল মিয়া (পিতা: কদ্দুস মিয়া, গ্রাম: কবিলাশপুর, ইউনিয়ন: গাজীপুর, বাংলাদেশ)। উল্লেখ্য, গত বুধবার গভীর রাতে আশারামবাড়ি সীমান্ত এলাকায় চুরির উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশ করে এই তিনজন। পরে গণরোষে মৃত্যু হয় তাদের। ঘটনার পর মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত শেষে বৃহস্পতিবার প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মৃতদেহগুলি বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উভয় দেশের সীমান্ত বাহিনীর উপস্থিতিতে শান্তিপূর্ণভাবে মৃতদেহ হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঘটনাটি নিয়ে সীমান্ত এলাকায় আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও, ভবিষ্যতে অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফ সতর্কতা আরও জোরদার করা প্রয়োজন বলে মতামত বিশেষজ্ঞ মহলের।

২৬ অক্টোবরের মধ্যে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করুন নতুবা ক্ষমা চান, বিরোধী দলনেতাকে চ্যালেঞ্জ মন্ত্রী সুধাংশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে না পারলে আগামী ২৬ অক্টোবরের পরে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবেন তিনি। ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত যদি জিতেন্দ্র চৌধুরী সুধাংশু দাস ও উনার পরিবারের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগগুলি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। নতুবা ২৬ অক্টোবরের পর আদালতে মানহানের মামলা করবেন তিনি। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। মন্ত্রী সুধাংশু দাসের "সোর্স ইনকাম" সম্পর্কিত একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই মন্ত্রী সুধাংশু দাসকে বরখাস্তের দাবি তুলেছেন। তাদের দাবি, মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি ঘুষ নেন। আর তাতেই সরগরম হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। তবে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের আড়ালে দেশের সম্পদ ও জমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়াই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের আড়ালে দেশের সম্পদ ও জমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়াই বিজেপি একমাত্র লক্ষ্য। যার কারণে বিভিন্ন রাজ্যে দেশের ঐক্য ও সংবিধান নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। আজ আগরতলা মুক্তধারা হলে 'দশরথ দেববর্মা স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠানে একথা বলেন সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববমণকে কটাক্ষ করে বলেন, কিছুদিন আগেই আগরতলায় এক জনসভায় প্রদ্যোত বাবু ঘোষণা করেছেন ২০২৮ সালে ত্রিপুরায় একজন তিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী হবেন। তিনি বলছেন, জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এমন মুখ্যমন্ত্রী দরকার। কিন্তু প্রশ্ন হল, এর পটভূমি কী? বর্তমান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই দাবির ভিত্তি কতটা গ্রহণযোগ্য।

শ্রী চৌধুরী বলেন, মথা গঠিত হওয়ার পর থেকে প্রদ্যোত একের পর এক স্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন গ্রেটার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দীপাবলি মেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক প্রস্তুতি তুঙ্গে, পরিদর্শনে জেলা পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। আগামী ২০ অক্টোবর থেকে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে শুরু হবে দীপাবলি মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর দর্শনার্থীদের ঢল লক্ষ্য করা যায় মাতাবাড়ি চত্বরে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবেনা। তাই ইতিমধ্যেই তিনদিন ব্যাপী এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক স্তরে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ মেলা প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা সহ যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মন্দির চত্বর পরিদর্শন করেন গোমতী জেলা পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে।

পরিদর্শন শেষে তিনি জানান, ২০, ২১ এবং ২২ অক্টোবর তিন দিনব্যাপী প্রতিবছরের মতো এবারও মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে দীপাবলি মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

এই মেলাকে কেন্দ্র করে সব ধরনের প্রশাসনিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পুলিশ সুপার জানান, আড়াই হাজারেরও বেশি আরক্ষা কর্মীদের মেলার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ করা হবে। তার মধ্যে রাজ্য পুলিশ ছাড়াও থাকবেন টিএসআর ও সিআরপিএফ জওয়ানরা। এছাড়াও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য, ৩৭টি সিসিটিভি ক্যামেরা, ২৮ টি ড্রপ গেট, পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র ৮ টি এবং ১০টি ওয়াচ টাওয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, দীপাবলীর মেলা এবং পুজোকে কেন্দ্র করে মাতাবাড়ি চত্বরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাত্রিকালীন পেট্রোলিং এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আশপাশ এলাকায় যাতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য পুলিশ সজাগ দৃষ্টিতে রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিলোনিয়া থানার গাফিলতিতে পালাল চোর, চাঞ্চল্য মির্জাপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ অক্টোবর ।। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল এক চোর। বৃহস্পতিবার দুপুরে মির্জাপুর এলাকা থেকে চুরির অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা না যেতেই ঘটে বিপত্তিপুলিশের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায় ওই চোর। ঘটনার পরপরই থানায় হইচই পড়ে যায়। পলাতক চোরকে ধরতে নেমে পড়ে পুরো পুলিশ বাহিনী। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিকালী আশ্রমকে কটাক্ষ করার অভিযোগে ইউটিউবারের বিরুদ্ধে দায়ের একাধিক মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর ।। বিভিন্ন থানায় একযোগে ইউটিউবার বেবি জামাতিয়া---র বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। অভিযোগ, তিনি তার ইউটিউব চ্যানেল "Baby Jamatia Family Vlogs"-এ শান্তিকালী আশ্রম ও আশ্রমভক্তদের উদ্দেশ্যে মানহানিকর, মিথ্যা ও উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন, যার ফলে আশ্রমের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং সমাজে বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অল ত্রিপুরা শান্তিকালী আশ্রম কমিটি-র পক্ষ থেকে এদিন এই অভিযোগ পত্র দাখিলের পর সদস্যরা বলেন, ইউটিউবারের এই কর্মকাণ্ড আশ্রম ও ভক্তদের ভাবাবেগে আঘাত করেছে। আশ্রমের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলাই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিতরণের ঘটনা, তদন্তে মিলেছে সত্যতা, জনমনে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ অক্টোবর।। কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অন্তর্গত জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত জলাই উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রেসার, ক্যালসিয়াম ও প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বিতরণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের ভাবমূর্তিতেই প্রশ্ন উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সেবনের ফলে কয়েকজন গ্রামবাসী অসুস্থ হয়ে পড়েন যার মধ্যে অন্যতম ৯৫ বছর বয়সী বীনা মাহিষ্য দাস। তাঁর ছেলে সেন্টু মাহিষ্য দাস জানান, জলাই উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্রেসারের ঔষধ এনে মাকে খাওয়ানোর পর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঔষধের গায়ে লেখা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ দেখে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। পরে অন্যান্য গ্রামবাসীরাও বাড়িতে থাকা ঔষধ পরীক্ষা করে দেখতে পান, অনেক ঔষধই মেয়াদ উত্তীর্ণ।

এরপরই গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং জলাই উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে এর প্রতিবাদ জানান। অভিযোগ, সেন্টারের কমিউনিটি হেলথ অফিসার অভিযোগ পাওয়ার পর ট্যাবলেটের গায়ের তারিখের স্থানটি কেটে ঔষধ বিলির চেষ্টা করেন, যা আরো প্রশ্নের জন্ম দেয়। এই ঘটনা ধামাচাপা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সস্ত্রীক অযোধ্যায় রাম মন্দির, হনুমান গড়ি মন্দির পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। আজ অযোধ্যায় রাম মন্দির ও হনুমান গড়ি মন্দির পরিদর্শন করেছেন এবং রাজ্যের মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। পরে ডাঃ সাহা জানিয়েছেন, তিনি ভগবান রাম লাল্লার সাথে সাক্ষাত করার জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন।

তিনি বলেন, আমি এর আগেও রাম লাল্লার দর্শন লাভের জন্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে আমার পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি। তবে শেষপর্যন্ত এখন

আমি রাম লাল্লার দর্শন করতে এসেছি। রাম লাল্লার দর্শনের আগে আমি এখানে ভগবান হনুমানের দর্শনের জন্য এসেছি এবং এরপরে আমি রাম লাল্লার দর্শনে যাব। লখনৌতে কলেজে পড়ার সময়ও আসার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা বলেছিলেন যে যখন সঠিক সময় আসবে, তখন সবকিছু হয়ে যাবে। সেই কারণেই আজ আমি এখানে আসতে পেরেছি। আমি ভগবান হনুমান এবং রাম লালার কাছে ত্রিপুরা এবং সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছি। উত্তরপ্রদেশের জনগণকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে তাদের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা শক্তিপীঠগুলির মধ্যে অন্যতম একটি।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমি সেখানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা,১৭ অক্টোবর,২০২৫ ইং
৩০ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

তিন টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে তুলিয়া দিতেছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সরকার ও বেসরকারি করনের উপর ক্রমশ ঝুঁকিতেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে আর্থিক পরিস্থিতি তাহাতে বেসরকারিকরণের উপর নির্ভর করা ছাড়া বাংলাদেশের সামনে বিকল্প পথ খোলা নাই বলিলেই চলে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বর্তমানে বন্দর পরিচালনা করাই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। সেই কথা মাথায় রাখিয়া বাংলাদেশ সরকার একের পর এক বন্দর বিদেশীদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ক্রমশ পৌর নির্ভরশীল হইয়া উঠিবে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না।

বেহাল দশা। রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হইতেছে না। তাই একপ্রকার বাধ্য হইয়া চট্টগ্রাম বন্দরের দু'টি টার্মিনাল এবং ঢাকার কেরানীগঞ্জের বন্দরের একটি টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে তুলিয়া দিতেছে বাংলাদেশের মুহাম্মদ ইউনূস পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকার। আগামী ডিসেম্বরে এই সংক্রান্ত চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার কথা। দেশের নৌপরিবহণ মন্ত্রকের সচিব মহম্মদ ইউসুফ নিজেই এ কথা জানাইয়াছেন। মানিয়া নিয়াছেন, 'এ ছাড়া আর উপায় নাই'।চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া এবং নিউমুরিং কনটেনার টার্মিনালের দায়িত্ব বিদেশি অপারেটরদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। সেই সঙ্গে ঢাকার কেরানীগঞ্জের পানগাঁও বন্দরের টার্মিনালও বিদেশিরা দেখাশোনা করিবেন। নৌসচিব জানাইয়াছেন, আপাতত ২৫ থেকে ৩০ বছরের জন্য টার্মিনালগুলির দায়িত্ব বিদেশিদের দেওয়া হইতেছে। বন্দরের কার্‌্যকারিতা বৃদ্ধি করিতে এ ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। এ প্রসঙ্গে ভারত, শ্রীলঙ্কার উদাহরণও টানিয়াছেন তিনি।চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনালের বেহাল দশার কথা মানিয়া নিয়াছেন নৌসচিব। জানাইয়াছেন, ওই বন্দরে মোট ১৩টি গেট আছে। কিন্তু প্রতি গেটে স্ক্যানিংয়ের যন্ত্র পর্যাপ্ত নাই। মাত্র ছ'টি যন্ত্র আছে। তাহার মধ্যেও তিন থেকে চারটি স্ক্যানিং যন্ত্র খারাপ হইয়া পড়িয়া থাকে। নৌসচিবের কথায়, "এ ভাবে তো বন্দর চলিতে পারে না। আমরা বিদেশি অপারেটরদের এই কাজে নিয়োগ করিব। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষের বেশি কনটেনার ওঠানো-নামানোর চ্যালেঞ্জ আমাদের সামাল দিতে হইবে। তাই বিদেশি অপারেটর ছাড়া আর উপায় নাই।বিদেশিদের হাতে বন্দরের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলে আগামী দিনে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়িবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন সে দেশের নৌসচিব। তিনি বলেন, "এটা করিতে পারিলে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়িবে। ভারত, শ্রীলঙ্কা-সহ অনেক দেশেই এই ব্যবস্থা চালু আছে। সেখানেও বিদেশি অপারেটরদের নিয়োগ করা হইয়াছে। বাংলাদেশের বন্দরগুলির উন্নয়নকল্পে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানান তিনি। চুক্তি হইলে তাহা সকলের জ্ঞাতার্থে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।ঢাকার পল্টনে ইকনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম 'সমুদ্রগামী জাহাজশিল্পের বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিল। নৌসচিব ছিলেন সেই অনুষ্ঠানের প্রধান। এ ছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসাবে বাংলাদেশের সমুদ্রগামী জাহাজ পরিচালনা সংক্রান্ত শীর্ষ আধিকারিকেরা সেমিনারে ছিলেন। সেখানেই এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হইয়াছে। বাংলাদেশ সরকার তিনটি টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহাদের টার্মিনাল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কর দিতে হইবে। তাতে বাংলাদেশ সরকারের উপরও চাপ পরিবেশ তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না।

উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সফরের আমন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবরঃ আজ নয়াদিল্লিতে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহা।

সাক্ষাৎকালে মুখ্যমন্ত্রী উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনে জয়লাভের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

তিনি বলেন, "উপ-রাষ্ট্রপতির দূরদর্শী নেতৃত্ব, নিষ্ঠা এবং জনসেবার প্রতি অঙ্গীকার আমাদের সকলের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস।" এদিন মুখ্যমন্ত্রী উপ-রাষ্ট্রপতিকে ত্রিপুরা সফরে আসার এবং রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির দর্শন করার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানান।

সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এবং প্রশাসনিক সহযোগিতা সংক্রান্ত নানা বিষয়েও আলোচনা হয় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ত্রিপুরায় ক্লাবফুট আক্রান্ত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা উদ্যোগ আনুষ্কা ফাউন্ডেশন ও গ্রেট ইস্টার্ন ফাউন্ডেশনের যৌথ প্রচেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবরঃ ত্রিপুরা রাজ্যে জন্মগত ক্লাবফুট সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য শুরু হয়েছে এক অনন্য উদ্যোগ। গ্রেট ইস্টার্ন ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় আনুষ্কা ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন অ্যান্ড কেয়ার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কর্মসূচি -এর আওতায়, যার মূল লক্ষ্য রাজ্যের ছয়টি জেলায় ক্লাবফুট সমস্যাকে নির্মূল করা।

বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর ভারতে প্রায় ৩৩,০০০ শিশু ক্লাবফুট নিয়ে জন্মগ্রহণ করেযা এক ধরনের জন্মগত পায়ের বিকৃতি। ত্রিপুরার বহু শিশুই সময়মতো চিকিৎসা না পেলে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারে না। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানেই এগিয়ে এসেছে আনুষ্কা ফাউন্ডেশন ও গ্রেট ইস্টার্ন ফাউন্ডেশন।

প্রকল্পের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই ২,১৫০ জন আশাকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা ক্লাবফুট আক্রান্ত শিশুদের শনাক্ত করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য রেফার করতে পারেন। এখন পর্যন্ত ২৬৬ জন শিশু চিকিৎসা পেয়েছে, যার মধ্যে ৩০ জন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে এবং ২৩৬ জন এখনও চিকিৎসাধীন। রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবফুট ক্লিনিকে মোট ১,৩১৪ জন রোগী পরিদর্শন করেছেন।

এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'পোনসেটি পদ্ধতি' যা একটি অ-শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি এবং শিশুর পায়ের স্বাভাবিক গঠন ফিরিয়ে আনতে অত্যন্ত কার্যকর।

জাতীয় রক্তদান দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে নিয়মিত ব্যবধানে কর্মচারীরা রক্তদান করছেন। আজও গোর্খাবস্তিতে স্বাস্থ্য ভবনে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডাঃ নির্মল সরকার, রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্যদের সদস্য সচিব ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রমুখ। আজ এই রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের অনেকেই আগামী দিনে রক্তদান করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হন। আজ মোট ২৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং: অ্যান্টিবায়োটিকের মহানায়ক

কাজী আকাশ

একটা আবিষ্কার বদলে দিতে পারে গোটা বিশ্ব। সেই আবিষ্কারের ফল মানবজাতির জন্য বয়ে আনতে পারে সুফল বা কুফল দুটোই। কেউ ভালো কাজ করে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন, কেউবা খারাপ কাজ করে। তবে অনেকটা আকস্মিকভাবে বড় কিছু আবিষ্কার করে মানবসভ্যতার গতিপথ বদলে দিয়েছেন এমন উদাহরণ ইতিহাসে বিরলই বলা চলে। এই বিরলদেরই একজন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। প্রায় নিজের অজান্তেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন পেনিসিলিন।

১৮৮১ সালের ৬ আগস্ট। স্কটল্যান্ডের লকফিল্ড নামে পাহাড়ি এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ফ্লেমিং। এক কৃষক পরিবারে। সেই সূত্রে তাঁর বাবা হিউ চাষাবাদ করতেন। মা গ্রেট মর্টন ছিলেন গৃহিণী। আট ভাইবোনের পরিবারে ফ্লেমিং সপ্তম। বাবা হিউয়ের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে ছেলেবেলা কেটেছে ফ্লেমিংয়ের। শৈশবে লাউডাউন মুর স্কুল এবং পরে ডারভেল স্কুলে পড়াশোনা করেছেন তিনি। মাত্র সাত বছর বয়সে বাবাকে হারান ফ্লেমিং। সংসারে অভাব চেপে বসে। বন্ধ হয় ফ্লেমিংয়ের পড়ালেখা।

১৮৯৪ সালে আবার কিলমার্ন স্কুলে ভর্তি হন ফ্লেমিং। এক বছর পরই স্কুল ছেড়ে চলে যান লন্ডনে, বড় ভাই টমাস ফ্লেমিংয়ের কাছে। টমাস সবে পলিটেকনিকের পড়া শেষ করেছেন। কাজের সন্ধানে লন্ডনে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। কিন্তু কাজ মেলেনি। অনেক কষ্টে পার করেন কিছুদিন। তারপর ১৬ বছর বয়সে জাহাজ কোম্পানিতে ছোটখাটো একটা চাকরি পান। ফ্লেমিংয়ের বিত্তশালী নিঃসন্তান এক চাচা ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুতে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় তাঁর। সব সম্পত্তির মালিক হন ফ্লেমিং-ভাইয়েরা। ১৯০১ সালে বড় ভাইয়ের পরামর্শে জাহাজের চাকরিটা ছেড়ে দেন। ভর্তি হন সেন্ট মায়ার্স মেডিকেল স্কুলে।

লেখাপড়া শেষে সেন্ট মেরি হাসপাতালে ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ফ্লেমিং। কিছুদিন পর আইরিশ নার্স সারা ম্যারিয়ন ম্যাকর্লয়কে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন। এরপর চিকিৎসক হিসেবে যোগ দেন সামরিক বাহিনীতে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রতিদিন অসংখ্য আহত সৈনিক হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে তাঁদের আঘাতের চিহ্ন। প্রচলিত জীবাণুনাশক ওষুধগুলোতে কোনো কাজ হচ্ছে না। মারাত্মক ক্ষত সারাতে অক্ষম সেগুলো। তাই চোখের সামনে এসব দেখে চিকিৎসক ফ্লেমিং অনুভব করলেন শক্তিশালী কোনো ব্যাকটেরিয়ানাশকের প্রয়োজনীয়তা।

১৯১৮ সালে শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দুই মাস পর ইংল্যান্ডে ফেরেন ফ্লেমিং। ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন লন্ডনের সেন্ট মেরি মেডিকেল স্কুলে। এবার সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী জীবাণুনাশক তৈরিতে মনোযোগ দেন তিনি।

১৯২১ সালের ঘটনা। কিছুদিন ধরেই ফ্লেমিংয়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। সর্দি-কাশিতে ভুগছিলেন। একদিন প্লেটে জীবাণু নিয়ে কাজ করছেন। হঠাৎ হাঁচি দিলেন। প্লেটটা সরানোর আগেই নাক থেকে খানিকটা সর্দি গিয়ে পড়ল প্লেটের ওপর। পুরো প্লেট গেল নষ্ট হয়ে। রাগে প্লেটসহ টেবিল থেকে দূরে ফেলে রাখলেন। নতুন প্লেট নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন।

পরের দিন ল্যাবরেটরিতে এসেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। আগের দিনের প্লেটভর্তি জীবাণুগুলো নেই। ব্যাপার কী! তখনই আগের দিনের সর্দির কথা মনে পড়ল। তিনি ভাবলেন, হয়তো সর্দির কারণেই মারা গেছে জীবাণুগুলো। এরপর কয়েক দফায় প্লেটে সর্দি ফেলে পরীক্ষা করলেন। প্রতিবারই জীবাণুগুলো মারা যেতে দেখা গেল। তিনি জানতেন, মানুষের লালারস জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সর্দিও যে একই কাজ করতে পারে, তা জানা ছিল না তাঁর। এরপর তিনি চোখের পানি, থুতু ইত্যাদি নিয়েও পরীক্ষা করলেন। নিশ্চিত হলেন, এগুলোরও জীবাণুনাশী ক্ষমতা আছে। ফ্লেমিং নিশ্চিত হলেন এগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধের উপাদান। তিনি এর নাম দিলেন লাইসোজাইম। গ্রিক শব্দ লাইস অর্থ ধ্বংস করা। জীবণুকে ধ্বংস করে বলেই এমন নাম। কিন্তু শুধু এগুলো ব্যবহার করে শক্তিশালী কোনো জীবাণুনাশক তৈরি করতে পারেননি ফ্লেমিং।

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ১৯২৭ সালে ফ্লেমিং স্টেফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে লাইসোজাইম আবিষ্কারের জন্য পরিচিতি বেড়েছে তাঁর। ১৯২৮ সাল। আগস্ট মাসে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন। হঠাৎ মনে হলো ছুটি নিয়ে বাইরে ঘুরে আসা দরকার। যাওয়ার আগে একটি ভুল করে গেলেন। তাঁর সেই ভুলই বিশ্বকে বদলে দিয়েছিল। ল্যাবরেটরিতে রেখে গিয়েছিলেন স্টেফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার প্লেট। কিন্তু ল্যাবরেটরির জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে যান। দুই সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসেন গবেষণাগারে। ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই অবাক ফ্লেমিং। ঝোড়ো বাতাসে ল্যাবরেটরির ভেতরটা এলোমেলো হয়ে গেছে। বাইরে দমকা বাতাস উড়িয়ে এনেছে ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি। কিছু ঘাস এসে পড়েছে ব্যাকটেরিয়ার প্লেটেও। ফ্লেমিং লক্ষ করেন, ঘাসভর্তি একটি প্লেটে বেশ বড়সড় পরিবর্তন। ঘাসের প্রভাবে মারা গেছে প্লেটের সব ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু কীভাবে মারা গেল?

পরীক্ষা করে দেখা গেল, সেগুলোর মধ্যে ঘাসের গায়ে একধরনের ছত্রাক আছে। নোটেটাম পেনিসিলিয়াম ছত্রাক। সেই ছত্রাকগুলো মেরে ফেলেছে জীবাণুগুলোকে। রোমাঞ্চিত হলেন ফ্লেমিং। তবে কি বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে? পেয়ে গেছেন শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়ানাশক?

এটা নিয়ে একটা গবেষণাপত্র লিখলেন ব্রিটিশ জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল প্যাথোলজিতে। সেটা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু জীবাণুনাশক আবিষ্কার করলেও মানবশরীরে ব্যবহারের উপযোগী করতে পারেননি, পর্যাপ্ত রসায়নজ্ঞানের অভাবে। বহুদিন এটা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য হলো না।

১৯৩৯ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। তখন আবার প্রয়োজন হলো শক্তিশালী জীবাণুনাশকের। পেনিসিলিয়াম নিয়ে আগ্রহী হলেন জার্মান বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী আর্নস্ট চেইন। নিরলস গবেষণার পর তাঁরা তৈরি করে ফেললেন ব্যাকটেরিয়ানাশক। তাঁরা এর নাম দিলেন পেনিসিলিন। ইঁদুরের ওপর এই পেনিসিলন প্রথম প্রয়োগ করা হলো। সফলও হলো। এরপর অপেক্ষা, কবে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হবে। ১৯৪১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আসে সেই সুযোগ। অক্সফোর্ডের একজন পুলিশ মারাত্মক ক্ষত নিয়ে ভর্তি হন হাসপাতালে। বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। তাঁর শরীরেই প্রথম পেনিসিলিন প্রয়োগ করা হয়। কয়েক ঘণ্টার বিরতিতে চারবার পেনিসিলিন দিয়ে তাঁকে প্রায় সুস্থ করে তুলেছিলেন ফ্লোরি আর চেইন। কিন্তু পর্যাপ্ত পেনিসিলিনের অভাবে তিনি মারা যান। পরে অবশ্য পেনিসিলিন ঠিকই জীবনদায়ী হয়ে ওঠে। তৈরি হয় বিশ্বের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক।

১৯৪৩ সালে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন ফ্লেমিং। পরের বছর পান নাইট উপাধি। ১৯৪৫ সালে হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও আর্নস্ট চেইনের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান ফ্লেমিং।

ফ্লেমিংয়ের আবিষ্কার আসলেই কি মিরাকল? উত্তর, 'না'। ফ্লেমিং বছরের পর বছর ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রতিষেধক তৈরি করতে না পেরে হতাশ হয়েছেন। কিন্তু তারপরও গবেষণা চালিয়ে গেছেন। এ পরিশ্রম না করলে গাছের পাতা বা নাকের সর্দি পড়লেও তিনি কিছুই আবিষ্কার করতে পারতেন না। তা ছাড়া গবেষণা না করলে তো আর হাতের কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা জীবাণুর প্লেট নিয়ে বসে থাকতেন না। তাই ফ্লেমিংয়ের আবিষ্কারকে শুধু মিরাকল বললে, তাঁর আবিষ্কারের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হবে।

> ১৯১৮ সালে শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দুই মাস পর ইংল্যান্ডে ফেরেন ফ্লেমিং। ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন লন্ডনের সেন্ট মেরি মেডিকেল স্কুলে। এবার সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী জীবাণুনাশক তৈরিতে মনোযোগ দেন তিনি।

বিজ্ঞান প্রভাবিত করে ইতিহাসকে

সুজাতা মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস চর্চায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস (হিস্ট্রি অব সায়েন্স, টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড মেডিসিন সংক্ষেপে যাকে বলা হয় এইচআইএসটিইএম বা হিস্টেম) অতীতের এবং সমসাময়িক পর্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনকে নতুন আঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করেছে। ভারতের আধুনিক (এবং প্রাকআধুনিক) যুগের হিস্টেম-এর গবেষক ও চর্চাকারীরা বিগত কয়েক দশকের লেখালিখিতে প্রধানত তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানের সামাজিক চরিত্র ও প্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতার বৈশিষ্ট্য। তাঁদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের গভীরে ঢুকতে হলে তা হিস্টেম-কে বাদ দিয়ে আদৌ সম্ভব না।

সরকারি নীতির বিভিন্ন পর্যায়, জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পেশাদারিত্বের বিকাশ ও স্তরবিন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও বিস্তারে ভারতীয়দের এবং অ-ভারতীয়দের ভূমিকার স্বরূপ, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানা আইন ও বিধি নিষেধের প্রচলনের কাহিনি এই ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্রিটিশ ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তি চিকিতাবিদ্যা ও পরিবেশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছিল তাদের কী রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যথাযথ? ঔপনিবেশিক আমলকে কি ভারতে আধুনিক তথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের এবং আধুনিক ভারতের কারিগরি ও প্রযুক্তির বিকাশের খতিয়ান হিসাবে দেখাই যুক্তিযুক্ত? প্রাকব্রিটিশ পর্বের জ্ঞানজগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী রকম ছিল? উপনিবেশিক বিজ্ঞান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্যকে পূরণ করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নিয়েছিল? ভারতীয়রা কী ভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ বা বর্জন করার কথা ভেবেছিলেন? স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের ক্ষেত্রেই বা এ সব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের চরিত্র এবং তাতপর্য কী রকম? এই সব অনুসন্ধানের ফলে উপনিবেশিক আমলে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণে বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ কোন ভূমিকা ও কী ভাবে পালন করেছিল এবং স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সম্পর্কের মূল্যায়নে সমাজবিজ্ঞানীদের চর্চা অভিনবত্ব অর্জন করেছে।

ভারতে হিস্টেম- চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃতজওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রথিতযশা অধ্যাপক দীপক কুমারের সম্মাননায় নিবেদিত, এবং বর্তমানে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও দীপক কুমারের কৃতী ছাত্র সুভোব্রত সরকার সম্পাদিত এই আলোচিত গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধমালা এই বিষয়গুলোর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সব মিলিয়ে পনেরোটি প্রবন্ধকে সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি, টেকনোলজি অ্যান্ড কালচার, এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজ এবং মেডিক্যাল এনকাউন্টারস, এই চার ভাগে সাজিয়ে পেশ করা হয়েছে। প্রথম অংশের অন্তর্গত তিনটি প্রবন্ধে তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্যকলাপের মূল্যায়ন করেছেন আলোচকরা।

উনিশ শতকের ভারতে উচ্চশিক্ষিত এলিট সমাজের একাংশের ঝোঁক ছিল পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে পেশাদারি বিজ্ঞানচর্চা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও প্রতিষ্ঠা অর্জন। আবার অনেকে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চাকে দেশীয় ভাষায় প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে তার প্রসার। প্রথম অংশের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের মেটেরিয়া মেডিকা-র অধ্যাপক, চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর পাঠ লাভের জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়া প্রথম ভারতীয়, ডারউইনের ছাত্র ও প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্ট গ্রান্টের প্রিয় ছাত্র সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী। তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন জন ম্যাথু। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বাংলার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং মহারাষ্ট্রের বালাজি প্রভাকর মোদক। এঁদের অবদানের বিশিষ্টতাকে তাঁদের প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন যথাক্রমে শান্তনু চক্রবর্তী ও অভিধা ধুমটকর। শিজু শ্যাম ভারুগিস তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন স্বাধীনতার-পরবর্তী সময়ে কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান কী ভাবে পপুলার সায়েন্স মুভমেন্ট-এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান চর্চার গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। "প্রযুক্তির ইতিহাস" শিরোনামাঙ্কিত দ্বিতীয় ভাগে ওয়াই শ্রীনিবাস রাও মাদ্রাজে বিদ্যুতের আগমন ও তার সঙ্গে নগরায়ণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কী ভাবে ১৮৯৫ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে বিদ্যুতবিলাসিতা থেকে প্রয়োজন হয়ে উঠল। সুভোব্রত সরকার তাঁর প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ভারতের "এলিট" সম্প্রদায় কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান আয়ত্ত ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের জায়গায় আমেরিকার সুপারপাওয়ার হিসাবে উত্থান, জিয়োলজিক্যাল সার্ভে-র ভূমিকা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে কপিল সুব্রহ্মণ্যম আলোচনা করেছেন কী ভাবে বিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের সেচক্ষেত্রে নলকূপের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, সবুজ বিপ্লবকেও তা কী ভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীনতার পরে ভারতে খনিজ তেলের ব্যবহারের বিবর্তনের ক্ষেত্রে রণভূমি থেকে মানুষের ঘরে ঘরে তার প্রয়োজন ব্যাপকতা লাভ করার ইতিহাসের অনুসন্ধান করেছেন শরন্ধ্যা জৈন। চতুর্থ অংশে সাহারা আহমেদ মোটামুটি ভাবে ১৮৬০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্বে বাংলায় খনিজ শিল্পের বিকাশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক তাতর্যের পাশাপাশি পরিবেশের উপরে তার প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান করেছেন। হিমাংশু উপাধ্যায় পশুচারণভূমি নিয়ে সরকারি নীতি ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপ, ও নির্মল মাহাতো ১৮৯০ থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত পুরুলিয়ার পরিবেশের অবনতির বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন। চতুর্থ অংশের অন্তর্গত জয়ন্ত ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে লিয়ো টলস্টয়-এর উপন্যাস দ্য ডেথ অব ইভান ইলিচ-এর প্রসঙ্গের উল্লেখ করে শরীর, অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে দার্শনিক ও নৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আয়ুর্বেদ পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঈশ্বর রাও তাঁর প্রবন্ধে বিশ শতকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে যক্ষ্মা রোগের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধ্রুব কুমার সিংহ হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের সামাজিক ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। শেষ প্রবন্ধকার রাধা গায়েত্রী দিল্লির সেন্ট স্টিফেন সকে মূল কেন্দ্র করে মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের অবদানের উপরে আলোকপাত করেছেন। তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ, গবেষণাধর্মী, সুলিখিত প্রবন্ধগুলি হিস্টেম-চর্চায় নতুন ভাবনাচিন্তার রসদ জোগাবে। বিষয়ের অভিনবত্ব ও বহুমাত্রিকতা এই বইয়ের প্রশংসনীয় সম্পদ। বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি এই বইয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। সম্পাদকের সুচিন্তিত মূল্যবান ভূমিকা বইটির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। সূর্যকুমার গুডিভ সম্পর্কিত প্রবন্ধ চিকিতা বিষয়ক অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যেত কি না এই প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে তার ফলে বইয়ের সামগ্রিক মান কোনও ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এ কথা বলা চলে না। দীপক কুমারের মতে, দু'টি পৃথক সংস্কৃতির (সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ) যদি "এপিস্টেমোলজিক্যাল রিইউনিফিকেশন" করার প্রয়োজন হয়, তবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও চিকিতাবিদ্যার ইতিহাস সেতু হিসাবে কাজ করবে। এই কথাকে স্বীকার করে নিয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধিতু পাঠক, শিক্ষার্থী, গবেষক, বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাসের চিন্তক এবং বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষক এবং সাধারণ পড়ুয়াদের জন্য এই বই আকর্ষণীয় একটি প্রকাশনা।

> উনিশ শতকের ভারতে উচ্চশিক্ষিত এলিট সমাজের একাংশের ঝোঁক ছিল পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে পেশাদারি বিজ্ঞানচর্চা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও প্রতিষ্ঠা অর্জন। আবার অনেকে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চাকে দেশীয় ভাষায় প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে তার প্রসার।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আর্থিক স্বাক্ষরতার উপর দুই দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত রাজমন্ত্রী কিশোর বর্মণ। ছবি নিজস্ব।

৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

কারাবন্দিদের অধিকার নিয়ে বিশেষ আলোচনার আয়োজন

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাবেক রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনএইচআরসি-র চেয়ারপার্সন ন্যায়মূর্তি ভি. রামাসুব্রহ্মণিয়ান, সদস্য বিচারপতি (ডঃ) বিদ্যুৎ রঞ্জন সারঙ্গী, বিজয়া ভারতী সায়নি এবং প্রিয়াঙ্ক কনুঙ্গো।

এই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে কারাবন্দিদের মানবাধিকার ও কল্যাণ নিয়ে একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে কারাবন্দিদের মর্যাদা, অধিকার ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সচিব ভারত লাল এবং কমিশনের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তারা কমিশনের ৩২ বছরের যাত্রাপথে প্রাপ্তি ও চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরেন এবং দেশের মানবাধিকারের সুরক্ষায় কমিশনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

এই প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়, রাজ্য সরকার, কূটনীতিক, আইন বিশেষজ্ঞ, গবেষক, একাডেমিসিয়ান, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি ও মানবাধিকার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯৩ সালের ১২ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত এনএইচআরসি বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নীতিগত সংস্কার, প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং আইন প্রয়োগে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ২৩.৭৯ লক্ষ মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যার মধ্যে ২,৯৮১টি মামলা কমিশন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করেছে। এছাড়াও, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ৮,৯২৪টি মামলায় মোট ২৬৩ কোটি টাকার বেশি আর্থিক ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন এ পর্যন্ত ৩১টি পরামর্শ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে শিশুপর্নোগ্রাফি, বিধবা নারীর অধিকার, ভিক্ষুকদের অধিকার, খাদ্য ও স্বাস্থ্য অধিকার, মানসিক স্বাস্থ্য, অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের অধিকার, মৃতদেহের মর্যাদা, ট্রাকচালকদের সুরক্ষা, রূপান্তরকামীদের কল্যাণ এবং কারাবন্দিদের আত্মহত্যা প্রতিরোধের মতো বিষয়।২০২৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কমিশন মোট ৭৩,৮৪৯টি অভিযোগ গ্রহণ করেছে এবং ১০৮টি মামলা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করেছে। এই সময়কালে ৬৩টি স্থল পরিদর্শন ও ৩৮,০৬৩টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ২১০টি মামলায় মোট ৯ কোটি টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

এছাড়া ওড়িশা ও তেলেঙ্গানায় দুটি "ওপেন হিয়ারিং এবং ক্যাম্প সিটিং" অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নিষ্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ সুপারিশ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে জবাবদিহিতা বাড়াতে এবং স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন ও গণমাধ্যমের সঙ্গে সংলাপের পথ খুলে দিয়েছে।কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, তারা ভবিষ্যতেও মানবাধিকারের সুরক্ষায় আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবে।

পলাতক অপরাধীদের প্রত্যর্পণ: চ্যালেঞ্জ ও কৌশল বিষয়ক সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : পলাতক অপরাধীদের প্রত্যর্পণ নিয়ে চ্যালেঞ্জ ও কৌশল নিয়ে দুই দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ। নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। সম্মেলনে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন পুলিশ সংস্থা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য অংশীদার সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা অংশ নিচ্ছেন।

সম্মেলনে আন্তর্জাতিক পুলিশ সহযোগিতা জোরদার করে, বিদেশে পালিয়ে থাকা অভিযুক্তদের দেশে ফিরিয়ে আনার কৌশল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হচ্ছে। আলোচনার মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছেআন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের কার্যকর ব্যবহার, প্রযুক্তি ব্যবহার করে পলাতকদের অবস্থান শনাক্তকরণ, আর্থিক কার্যকলাপ বিশ্লেষণ, এবং কৌশলগত প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া। এছাড়া মাদক পাচার, সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ, সংঘবদ্ধ অপরাধ ও আর্থিক জালিয়াতির মতো গুরুতর অপরাধ নিয়েও বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতের পক্ষ থেকে পাঠানো ৩০০টিরও বেশি প্রত্যর্পণ অনুরোধ মুলতুবি রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, পলাতকরা সেসব দেশের আইনগত জটিলতা ও ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে। অনেক পলাতক অপরাধী বিদেশে বসেই সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র পরিচালনা করছে। এই পরিস্থিতিতে, দ্রুত ও কার্যকর প্রত্যর্পণের কৌশল নির্ধারণ করাই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত আন্তর্জাতিক অপরাধ তদন্ত ও সহযোগিতা জোরদার করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। জুলাই মাসে অমিত শাহ সকল সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান, যাতে আইনি ও কূটনৈতিক পথ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পলাতকদের দেশে ফেরত আনা যায়।

সিবিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সম্মেলনের আলোচনাগুলি ভবিষ্যতের জন্য একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করবে। এর মাধ্যমে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে এবং সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও দৃঢ় হবে। এর আগে অমিত শাহ ভারতপোল পোর্টালের উদ্বোধন করেন, যা সিবিআই তৈরিকৃত একটি ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্ম, যেখানে জেলা পুলিশ, রাজ্য পুলিশ, কেন্দ্রীয় সংস্থা ও সিবিআই তথ্য ভাগ করে নিতে পারে। এতে করে পলাতকদের খোঁজ এবং আইনি পদক্ষেপ আরও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫: মহাগঠবন্ধনে ভাঙনের সুর

জেডিইউর সংখ্যালঘু প্রার্থী ঘোষণা, এনডিএ-র আসন ছক চূড়ান্ত

পটনা, ১৬ অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার মনোনয়নের সময়সীমা শেষ হতে আর মাত্র ৩১ ঘণ্টা বাকি। এর মধ্যেই বিরোধী জোট মহাগঠবন্ধনের ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। বিকাশশীল ইনসান পার্টির প্রধান মুকেশ সাহানি আসন ভাগাভাগি নিয়ে চূড়ান্ত চাপ তৈরি করেছেন। সূত্রের খবর, তিনি অন্তত ২৪টি আসনের দাবি জানিয়েছেন, যেখানে রাষ্ট্রীয় জনতা দল নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধন তাঁকে ১৫টির বেশি দিতে নারাজ। তেজস্বী যাদব সাহানিকে 'চূড়ান্ত প্রস্তাব' দিয়েছেন বলে জানা গেছে। মহাগঠবন্ধন স্পষ্ট করে দিয়েছে, এর থেকে বেশি কিছু সম্ভব নয়। সাহানি যদি দাবি থেকে সরে আসেন, তাহলে আসন সমঝোতা হতে পারে; নইলে ভিআইপি-র জোট ছাড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

২০১৮ সালে গঠিত সাহানির দল মূলত বিহারের মৎস্যজীবী ও নৌকা চালক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব রাখে। ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শুরুতে মহাগঠবন্ধনে থাকলেও পরে আসন নিয়ে বিরোধের জেরে তিনি এনডিএ-তে চলে যান এবং ১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪টি জয় পেয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীতে দলের তিন বিধায়ক বিজেপি-তে যোগ দেন ও একজন মারা যান। এরপর সাহানি এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এবার ফের মহাগঠবন্ধনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হলেও উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দাবিতে জোটে অস্বস্তি তৈরি করেছেন। সাহানি বলেন, "তেজস্বী যদি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, আমি কেন উপমুখ্যমন্ত্রী হতে পারব না?"

এই রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেই, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দল জনতা দল (ইউনাইটেড) বা জেডিইউ তাদের দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকায় চারজন মুসলিম প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। গতবারের তুলনায় সংখ্যাটি কম (২০২০-এ ছিল ১০ জন), তবে সংখ্যালঘু ভোট ধরে রাখতেই এই পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রার্থীরা হলেনজামা খান (চেইনপুর), সাবা জাফর (আমৌর), মঞ্জার আলম (জোখিহাট), ও শাগুপ্তা আজিম (আরারিয়া)। এই চারটি আসনের মধ্যে তিনটিই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সীমাঞ্চল অঞ্চলের, যেখানে রাজ্যের প্রায় ১৭ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা বসবাস করেন।

জেডিইউ এ পর্যন্ত তাদের মোট ১০১টি আসনের মধ্যে দুই দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। ৫৭ জনের প্রথম তালিকার পর আজ ৪৪ জনের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রার্থীদের মধ্যে ৩৭ জন ওবিসি, ২২ জন ইবিসি, ২২ জন সাধারণ শ্রেণির, ১৫ জন তফসিলি জাতি, ১ জন তফসিলি জনজাতি, ১৩ জন নারী, ৫ জন বর্তমান মন্ত্রী ও ৩ জন হেভিওয়েট প্রার্থী রয়েছেন।

অন্যদিকে, এনডিএ-র আসন সমঝোতা অনুযায়ী বিজেপি ও জেডিইউ ১০১টি করে আসনে লড়বে। বাকিগুলি ছোট দলের মধ্যে ভাগ হয়েছে। উপেন্দ্র কুশওহার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা ও জিতন রাম মাঝির হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা ৬টি করে আসন পেয়েছে, এবং চিরাগ পাসওয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি পেয়েছে ২৯টি আসন। মাঝি ইতিমধ্যেই তাঁর দলের ছয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন। চিরাগ পাসওয়ান ১৭ জনের নাম প্রকাশ করেছেন এবং বাকি ১২টির তালিকা আসতে বাকি। কুশওহার দল ৪ জনের নাম ঘোষণা করেছে।

সব মিলিয়ে, মহাগঠবন্ধনের আসন ভাগাভাগি নিয়ে অনিশ্চয়তা, জোটের ভাঙন, সংখ্যালঘু ভোটের সমীকরণ এবং এনডিএ-র চূড়ান্ত কৌশলসবকিছু মিলিয়ে বিহারের রাজনীতিতে চরম উত্তেজনা ও টানটান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

৩২,০০০ ফুট উচ্চতা থেকে সফল 'কমব্যাট ফ্রি-ফল' জাম্প

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার ডিআরডিওর তৈরি দেশীয় প্রযুক্তির মিলিটারি কমব্যাট প্যারাশুট সিস্টেম-এর সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই প্যারাশুট সিস্টেম থেকে ৩২,০০০ ফুট উচ্চতা থেকে সফলভাবে কমব্যাট ফ্রি-ফল জাম্প সম্পন্ন হয়েছে, যা ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরতার পথে এক "অসাধারণ মাইলফলক" হিসেবে চিহ্নিত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করে জানান, "গর্বের মুহূর্ত! ডিআরডিওর তৈরি স্বদেশি এমসিপিএস প্যারাশুট সিস্টেম থেকে ৩২,০০০ ফুট উচ্চতা থেকে কমব্যাট ফ্রি-ফল জাম্প সফলভাবে হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরতার এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।"

এই প্যারাশুট সিস্টেমটি ডিআরডিওর দুইটি ল্যাব আগ্রার এরিয়াল ডেলিভারি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট এবং বেঙ্গালুরুর ডিফেন্স বায়োইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেক্ট্রোমেডিকেল ল্যাবরেটরি যৌথভাবে তৈরি করেছে। এমসিপিএস-এর সফল জাম্পটি সম্পাদন করেন ভারতীয় বায়ুসেনার পরীক্ষামূলক জাম্পার উইং কমান্ডার বিশাল লাখেশ, মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার আর জে সিং এবং বিবেক তিওয়ারি।এই জাম্পে ৩০,০০০ ফুট উচ্চতায় প্যারাশুট মোতায়েন করা হয়, যা বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত একমাত্র সিস্টেম যা এত উচ্চতায় কার্যকরভাবে মোতায়েনযোগ্য।সিস্টেমটিতে রয়েছে উন্নত কৌশলগত বৈশিষ্ট্য কম গতি নিয়ে অবতরণের ক্ষমতা, উন্নত স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দিষ্ট এলাকায় নির্ভুলভাবে নেমে পড়ার সক্ষমতা। এটি ভারতের নিজস্ব ন্যাভিগেশন সিস্টেম নাভিক-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ফলে শত্রুপক্ষ দ্বারা জ্যামিং বা সার্ভিস ডিনায়াল সম্ভব নয়।এই সাফল্যের ফলে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ২৫, ০০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় ব্যবহারের উপযোগী এক উন্নত প্যারাশুট সিস্টেম পেতে চলেছে, যা বিশেষ বাহিনীর কৌশলগত ক্ষমতা বহুগুণে বাড়াবে।

ডিআরডিও জানিয়েছে, এমসিপিএস-এর সাফল্য ভবিষ্যতে বিদেশি সরঞ্জামের উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সময়ও তুলনামূলকভাবে কম লাগবে। ফলে যুদ্ধ বা সংকট পরিস্থিতিতে দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্যকর ও স্বাধীন অপারেশন চালানো সম্ভব হবে। এমসিপিএস ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার একটি শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠেছে।

সিঙ্গাপুর পুলিশ ও অসম পুলিশের বৈঠক ২১শে অক্টোবর, জুবিন গার্গের মৃত্যু রহস্যে তদন্তে অগ্রগতি

গুয়াহাটি, ১৬ অক্টোবর : গুয়াহাটি, ১৬ অক্টোবর: জনপ্রিয় অসমীয়া গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে বড়সড় অগ্রগতি হতে চলেছে। আগামী ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে অসম পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে বৈঠকে বসবে। এই এসআইটি-এর নেতৃত্বে থাকবেন অতিরিক্ত পুলিশ মহা-পরিচালক ও এসআইটি প্রধান মুন্না গুপ্ত। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বৃহস্পতিবার এক্স-এ পোস্ট করে এই তথ্য জানান। তিনি লেখেন, "আমাদের প্রিয় জুবিনের জন্য ন্যায়বিচারের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে এসআইটি প্রধান মুনা গুপ্তর নেতৃত্বে অসম পুলিশের প্রতিনিধি দল সিঙ্গাপুর পুলিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আমাদের সম্মিলিত সংকল্প জুবিনের জন্য ন্যায়বিচার হবেই।"

এর আগে ১৫ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার অ্যালিস চেং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জুবিন গার্গের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। হাই কমিশন জানায়, সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স ইতিমধ্যে গার্গের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল ১ অক্টোবর ভারতীয় হাই কমিশনের কাছে তুলে দিয়েছে। যদিও তদন্ত এখনও চলমান থাকায়, তারা এই বিষয়ে আরও কোনও মন্তব্য করতে রাজি নয়। হাই কমিশনের পক্ষ থেকে অসমবাসীর কাছে ধৈর্য ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে মৃত্যু হয় জুবিন গার্গের। তিনি সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবে অংশ নিতে গিয়েছিলেন এবং অনুষ্ঠান হওয়ার এক দিন আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই মৃত্যু রহস্য ঘিরে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন উৎসবের আয়োজক শ্যামকানু মহন্তা, জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, বরখাস্তকৃত অসম পুলিশ সার্ভিসের অফিসার সন্দীপন গার্গ এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই পুলিশ কর্মী নন্দেশ্বর বরা ও পরেশ বৈশ্য। অসম সরকার জানিয়েছে, এই ঘটনায় কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না এবং জুবিন গার্গের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ সত্য উদঘাটন করেই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে।

'অপারেশন সিন্দুর ভারতের আত্মনির্ভর সামরিক শক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন' পুনেতে বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ

পুনে, ১৬ অক্টোবর : প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বৃহস্পতিবার অপারেশন সিন্দুর-কে ভারতের ক্রমবর্ধমান আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা সক্ষমতার উজ্জ্বল প্রমাণ বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার যে স্বনির্ভর প্রতিরক্ষা উৎপাদন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, এই সাফল্য তারই ফসল। তিনি এই মন্তব্য করেন পুনের সিমবায়োসিস স্কিলস অ্যান্ড প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময়।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে ভারত অস্ত্রের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। দেশে তৈরি করার মতো রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রয়োজনীয় আইনকাঠামোর অভাব ছিল। "এই কারণে আমরা প্রতিরক্ষা খাতে রূপান্তরের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে," বলেন রাজনাথ সিংহ।

তিনি জানান, অপারেশন সিন্দুরে ভারতীয় জওয়ানদের সাহসিকতার পেছনে ছিল বিপুল পরিমাণ 'মেড-ইন-ইন্ডিয়া' সরঞ্জামের অবদান। "পুরো বিশ্ব দেখেছে আমাদের জওয়ানদের বীরত্ব এবং দেশের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা," মন্তব্য করেন তিনি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী দেশের প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকাকেও স্বীকৃতি দেন। তিনি জানান, গত দশকে ভারতের বার্ষিক প্রতিরক্ষা উৎপাদন ৪৬,০০০ কোটির থেকে বেড়ে ১.৫ লক্ষ কোটিতে পৌঁছেছে, যার মধ্যে প্রাইভেট সেক্টরের অবদান প্রায় ৩৩,০০০ কোটি টাকা। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, ২০২৯ সালের মধ্যে ৩ লক্ষ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং ৫০,০০০ কোটি টাকার রপ্তানি লক্ষ্য পূরণ সম্ভব।

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন নয়, প্রকৃত সফলতা আসে সেই জ্ঞান সমাজের কল্যাণে প্রয়োগের মাধ্যমে। "আমরা আর 'তুমি কী জানো?' যুগে নেই। এখন দুনিয়া জিজ্ঞেস করে 'তুমি কী করতে পারো?' শিক্ষা আর কাজের মধ্যে সেতুবন্ধন হল স্কিল বা দক্ষতা," বলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের উদ্বেগের জবাবে রাজনাথ সিংহ বলেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের বিকল্প হবে না, বরং যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে পারবে না, তারা পিছিয়ে পড়বে। প্রযুক্তি হওয়া উচিত আমাদের হাতিয়ার, মানবিক মূল্যবোধের বিকল্প নয়।"

আমৃতকাল-এ প্রবেশ করা ভারত যখন ২০৪৭-এর মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে রাজনাথ সিংহ ছাত্রদের বলেন, "আগামী ২০---২৫ বছর শুধুমাত্র তোমাদের কেরিয়ার নয়, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। তোমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হোক ভারতের রূপান্তরের চালিকা শক্তি।"অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস-এর উপস্থিতিতে সিমবায়োসিস স্কিলস অ্যান্ড প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিতে 'স্কুল অফ ডিফেন্স অ্যান্ড এরোস্পেস টেকনোলজি'-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রীগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের আহ্বান: সন্ত্রাসবাদ, আর্থিক অস্থিরতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর জোর

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর এক পুনর্গঠিত জাতিসংঘ ও নবায়িত বহুপাক্ষিক ব্যবস্থায় ভারতের বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রদানকারী দেশগুলির প্রধানদের সম্মেলন -এ ভাষণ প্রদানকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ড. জয়শঙ্কর বলেন, "জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ইচ্ছা রয়েছেসংস্কারকৃত জাতিসংঘ গঠনের, যার মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যপদের সম্প্রসারণও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সংস্কারের প্রক্রিয়াটিকেই বিলম্বিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে ঐতিহাসিক অন্যায় আজও বহাল রয়েছে।"

তিনি বলেন, "ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, একটি সংস্কারকৃত জাতিসংঘ এবং বৈশ্বিক কাঠামোয় আমরা বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত।" ড. জয়শঙ্কর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু মূলনীতি তুলে ধরেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "ম্যান্ডেট বা কার্যাদেশ হতে হবে বাস্তবসম্মত ও স্পষ্টযাতে সেগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।"

তিনি বলেন, "নাগরিক সুরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উপরেই বর্তায়। তবে, শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা দিন দিন জটিল হয়ে উঠছে, এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাও আমাদের কর্তব্য।"

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, "শান্তিরক্ষা কার্যক্রম জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি। আমাদের শান্তিরক্ষীরা শুধুমাত্র সাহসিকতার প্রতীক নয়, বরং তারা বহুপাক্ষিক সহযোগিতার প্রকৃত পথপ্রদর্শক।"

ভারতের দীর্ঘদিনের অবদানের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "ভারত এখনও পর্যন্ত ৩ লক্ষের বেশি সেনা শান্তিরক্ষা মিশনে পাঠিয়েছে, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। আমাদের শান্তিরক্ষীরা দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও কাজ করে চলেছেনদক্ষিণ সুদান, লেবানন, সিরিয়া ও কঙ্গো প্রজাতন্ত্র তার উদাহরণ।"

তিনি বলেন, "আজকের শান্তিরক্ষা মিশনে প্রযুক্তি এক শক্তিশালী সহায়কশক্তি। ভারত প্রযুক্তি গ্রহণে অগ্রণী এবং আমরা শান্তিরক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তি প্রদর্শক হতে প্রস্তুত।"

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, "ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর প্রচার মোকাবিলায় কৌশলগত যোগাযোগ প্রয়োজন। জজঙ্ক এর ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকারে রাখার কথা জানিয়ে ড. জয়শঙ্কর বলেন, "তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ওপর হামলা হলে, দোষীদের বিচারের আওতায় আনতেই হবে।"

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. জয়শঙ্কর জাতিসংঘে শহিদ শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, "আজ আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই ৪,০০০-এরও বেশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী এবং ১৮২ জন ভারতীয় যাঁরা কর্তব্য পালনের সময় প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের সাহসিকতা আমাদের সকলের জন্য এক অনুপ্রেরণা, তাঁদের উত্তরাধিকার যেন চিরজীবী হয়এটাই আমাদের অঙ্গীকার।"

ড. জয়শঙ্কর বলেন, "শান্তি রক্ষায় ভারতের অংশগ্রহণ আমাদের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। আমরা বিশ্বাস করিযে কোনও স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠা, বিশ্বের প্রতিটি কোণে শান্তিকে আরও শক্তিশালী করে।"

স্মার্ট রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে বিধায়ক দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

উৎসবে উপভোগ করুন গুড়, খেজুর ও বাদাম দিয়ে তৈরি হেলদি সুইটস

পুজো, দীপাবলি কিংবা যেকোনও উৎসব বাঙালির কাছে মানেই মিষ্টির সমাহার। লাড্ডু, সন্দেশ, রসগোল্লা, কেকতালিকা যেন শেষ হয় না। কিন্তু স্বাস্থ্যসচেতন মানুষদের জন্য উৎসব মানেই এক দোটানা। ক্যালোরি, চিনি আর ফ্যাটের ভয়ে অনেকেই মিষ্টি এড়িয়ে চলেন। তবে চিন্তা নেই! এখন এমন অনেক বিকল্প রয়েছে, যেখানে স্বাস্থ্যকর উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা যায় দারুণ সুস্বাদু মিষ্টি। দেখে নিন কিছু হেলদি ফেস্টিভ সুইট আইডিয়া ১. গুড়ের লাড্ডু - চিনির বদলে খাঁটি গুড় ব্যবহার করলে লাড্ডুর স্বাদ যেমন বাড়ে, তেমনই স্বাস্থ্যকর হয়। গুড় হজমে সাহায্য করে, শরীরে আয়রন যোগায়। নারকেল, তিল, চিনাবাদাম দিয়ে বানানো গুড়ের লাড্ডু উৎসবে পুষ্টিকর বিকল্প। ২. খেজুর ও বাদামের বুরফি - খেজুর প্রাকৃতিকভাবে মিষ্টি, তাই আলাদা করে চিনি দিতে হয় না। কাজু, কাঠবাদাম, পেস্তা মিশিয়ে বানানো এই বুরফি শিশু থেকে বড়সবাইয়ের প্রিয় হতে পারে। শক্তি ও পুষ্টি দুটোই মেলে একসঙ্গে। ৩. ওটস সন্দেশ - ঐতিহ্যবাহী সন্দেশ এবার ওটসের ছোঁয়ায়। ছানার সঙ্গে মেশান ওটসের গুঁড়ো আর মধু। উপরে একটু কিশমিশ বা বাদাম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। এই সন্দেশ যেমন ফাইবার সমৃদ্ধ, তেমনই সুস্বাদু। ৪. ফল-ভিত্তিক ক্ষীর - চিনির বদলে ব্যবহার করুন নারকেলের দুধ বা কম ফ্যাট দুধ এবং প্রাকৃতিক মিষ্টিকারক (যেমন স্টেভিয়া/খেজুর গুড়)। কিশমিশ, আপেল, কলা বা আনারস যোগ করলে ক্ষীরের স্বাদ দ্বিগুণ হবে। ৫. বেকড রসগোল্লা - সাদা চিনি কমিয়ে ছানার রসগোল্লা বেক করে বানানো যায় এই স্বাস্থ্যকর মিষ্টি। উপরে হালকা মধু বা গুড়ের সিরাপ দিলে স্বাদে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়। ফ্যাট কম, প্রোটিন বেশিডায়েট ফ্রেন্ডলি অপশন। ৬. লো-শুগার গাজরের হালুয়া - শীতকালের মতোই উৎসবের সময়েও জনপ্রিয় গাজরের হালুয়া। এবার চিনি বাদ দিয়ে ব্যবহার করুন গুড় বা খেজুর। অল্প ঘি-তে ভেজে বাদাম পেস্তা দিয়ে সাজালে এই হালুয়া হবে হেলদি এবং মুখরোচক। ৭. চিয়া সিড পায়েস দুধ বা বাদাম দুধে ভিজিয়ে রাখা চিয়া সিড দিয়ে তৈরি পায়েস এখন নতুন প্রজন্মের প্রিয়। এতে রয়েছে ওমেগা-৩, প্রোটিন ও ফাইবার। উৎসবের মেনুতে এটি হতে পারে একেবারে আধুনিক ছোঁয়া।

উৎসব মানেই আনন্দ আর মিষ্টি খাওয়া থেকে কেউ দূরে থাকতে চান না। তবে আজকের দিনে স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে বিকল্প মিষ্টির গুরুত্ব বেড়েছে। চিনির পরিবর্তে গুড়, খেজুর, মধু ব্যবহার করা এবং ফ্যাট কমিয়ে বাদাম-ফল যোগ করার মাধ্যমে মিষ্টি যেমন স্বাস্থ্যকর হয়, তেমনই রসনাতৃপ্তিও বজায় থাকে। তাই এ উৎসবে খানদানিবিদ্দি নেই, মিষ্টি খান, তবে স্বাস্থ্যকর মিষ্টি খান! খাওয়ার আগে ব্লাড সুগার চেক করলে নিরাপদ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ডায়াবেটিস রোগীরা কি আম খেতে পারেন? সামান্য পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে, তবে প্রতিদিন নয়। কোন ফল সবচেয়ে ভালো? পেয়ারা, বেরি, আপেল, নাশপাতি সবচেয়ে ভালো। কলা কি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ? পাকা কলা এড়ানো উচিত, তবে ছোট ঝাঁচা কলা অল্প পরিমাণে খাওয়া যায়।

ডায়াবেটিস রোগীদের কোন ফল খাওয়া উচিত

বছর কোটি কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে ভুগছেন। চিকিৎসকরা বলেন, ওষুধ ও নিয়মিত চেকআপের পাশাপাশি সঠিক খাদ্যাভ্যাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ফলকারণ অনেক ফল রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, আবার কিছু ফল হঠাৎ ব্লাড সুগার বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জানা দরকার কোন ফল খাওয়া নিরাপদ আর কোনটা এড়ানো উচিত। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সেরা ফল ১.

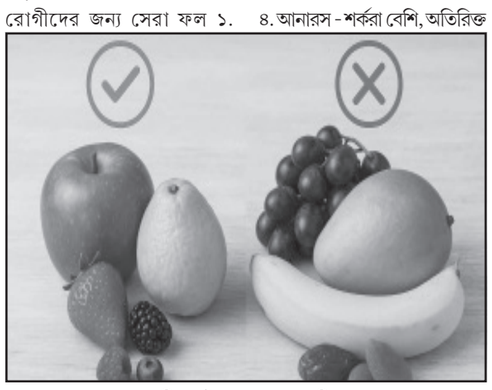

আপেল- কম ক্যালোরি ও উচ্চ ফাইবার। ব্লাড সুগার ধীরে বাড়ায়। ২. পেয়ারা - ভিটামিন সি ও ফাইবার সমৃদ্ধ। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। ৩. বেরিজ - অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। ব্লাড সুগার ও ইনসুলিন লেভেল নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। ৪. কমলা ও মুসাম্বি - ভিটামিন সি-এ ভরপুর। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ৫. নাশপাতি - দ্রবণীয় ফাইবার বেশি। হজমে সহায়ক, ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে। যেসব ফল এড়ানো উচিত ১. আঙুর - প্রাকৃতিক চিনির পরিমাণ বেশি। হঠাৎ ব্লাড সুগার বাড়াতে পারে। ২. আম - গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ বেশি। সীমিত পরিমাণে খেতে হবে। ৩. কলা - বিশেষ করে পাকা কলা উচ্চ জি আই । অল্প পরিমাণে খাওয়া নিরাপদ।

৪. আনারস - শর্করা বেশি, অতিরিক্ত খেলে ক্ষতি হতে পারে। ৫. শুকনো ফল- প্রাকৃতিক চিনি ঘনত্ব বেশি। একেবারে এড়ানোই ভালো। চিকিৎসকের টিপস ফল সবসময় পুরোটা খাওয়া উচিত, জুস আকারে নয়। একসঙ্গে বেশি ফল না খেয়ে অল্প করে কয়েকবার খাওয়া উচিত।

জীবনে সুখের মুখ দেখতে "বাঁশের পরিচর্যা

'লাকি বাম্বু' নিয়ে অনেকের মনেই অনেক প্রশ্ন। কেউ বলেন এই গাছ ছায়াতে রাখতে, আবার কেউ বলেন রোদে রাখতে কনফিউশন-এর শেষ নেই এই গাছ নিয়ে!! ইন্টারনেট এর দুনিয়ায় নানা রকম ভিডিও দেখে যে কোনও বিষয়ে ওপর ওপর গবেষণা করা আমাদের একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তাতে যে কোনও দামী জিনিস নষ্টও হচ্ছে। যদি সঠিকভাবে কোনও জিনিসকে রাখা যায় তাহলে সেই জিনিস শোভা দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের অনেক

অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ আর লাদাখে লাকি বাম্বুর পরিচর্যার নিয়মাবলী এক হবে না। আপনি পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে যদি লাদাখে থাকেন এমন কারো লেখা পরে ভাবেন যে লাকিবাম্বুর পরিচর্যা সেইভাবে করলে আপনার গাছ ভালো থাকবে তবে গাছ না কেনাই ভালো। যারা কলকাতা ও শহরতলীতে থাকেন তারা লাকি বাম্বু কিনলে প্রথম থেকেই নীচের নিয়মাবলী মেনে চলুন। গাছ থাকবে ভালো মনও থাকব সতেজ।

কিভাবে রাখবেন: অনেকেই জেলি বা রঙিন পাথর দিয়ে লাকি বাম্বু রাখেন। পাথর বা বালি কোনোটাই দেবেন না। এর ফলে গাছের গোড়া বা মূল নষ্ট হয়ে যায়। খেয়াল করে দেখবেন যে লাকি বাম্বুর রুটগুলো, যেগুলো একদম নতুন বেড়াচ্ছে; সেগুলো সাদা সাদা সরু সুতোর মতো আর খুব নরম হয়। একটু টান পরলেই এগুলো ছিঁড়ে যায়। পাথর দিলে এই নতুন রুট গুলো নষ্ট হয়ে পচতে শুরু করে। ওখান থেকেই ৯০ শতাংশ ইনফেকশন ছড়ায়। গাছের স্টিক হলুদ হয়ে যায় ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এর কারণে। আর রুট নষ্ট হওয়া এই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এর একটা বড় কারণ। ইন্টারনেট ঘেঁটে লাকি বাম্বুর এই ব্যাক্টেরিয়ার সম্পর্কে জানতে পারেন।

জেলি রাখতে পারেন, কিন্তু খুব কম। আগে বুঝতে হবে লাকি বাম্বু গাছের জন্য জেলির প্রয়োজন কোথায়। জেলি গাছের জল ধরে রাখে। ধরুন,বেড়াতে যাবেন সপ্তাহ দু'য়েক-এর জন্য। সেই সময় গাছের তলায় জেলি দিতে পারেন। এআর গাছে জল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুরতে যেতে পারেন। তবে জেলি যেনো রুট এর নীচে থাকে। জেলি রুট কে ঢাকা দিয়ে দিলেই রুট পচতে শুরু করবে আর স্টিক হলুদ হয়ে গাছ নষ্ট হয়ে যাবে।

মোটের ওপর, কাঁচ বা পোরসেলিন এর বাটিতে শুধু জল দিয়ে রাখলে লাকি বাম্বু সবথেকে ভালো থাকে।

এখন প্রশ্ন হল, জল না মাটি ? জল হলে কিরকম জল আর মাটি হলে কিরকম মাটি ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম কথা আপনি লাকি বাম্বু মাটিতে রাখবেন কেন? খুব বেশি হাউসপ্লান্ট কিন্তু জলে এত সুন্দর হয় না। এই একদুটো গাছ পাওয়া যায় যারা কিনা শুধু জলে হয়, সেটাকেও কিনা আপনারা মাটিতে বসাতে চান! তবে লাকি বাম্বু জল ও মাটি দুটির ওপরই হয়। কিন্তু এই ২ রকম গাছ জাতে আলাদা হয়।

প্রথমেই আসি জল এর ব্যাপারে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কল বা ট্যাপ এর জল একদম দেবেন না। কলকাতা বা তার আশেপাশে অনেক জায়গার জলে আয়রন থাকে। আয়রন বা ক্লোরিন যুক্ত জল লাকি বাম্বু গাছে দিলেই গাছ নষ্ট হয়ে যাবে। আয়রন বা ক্লোরিন যুক্ত জলকে কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ দিন খোলা জায়গায় ফেলে রেখে তার পর সেটা হচ্ছে দিতে পারেন।খোলা জায়গায় রাখলে ক্লোরিন বা আয়রন উবে যায়,বাকি মিনারেল থাকলেও খুব বেশি সমস্যা হয় না।

সবথেকে ভালো হয় যদি গাছে মিনারেল ওয়াটার দিতে পারেন। ৩০ টাকার একটা জল কিনলে ৩ মাসের মতো সব গাছে জল দেওয়ার কাজ অনায়াসে চলে যাবে। সেটা না পারলে, নরমাল প্যাকেজ খাবার জলও দিতে পারেন। কিন্তু ট্যাপ ওয়াটার একদমই ব্যবহার করবেন না।

আরও একটা টোটকা হল, ধৈর্য থাকলে করতে পারেন। সেটা হলো বৃষ্টির জল। আচমকা বৃষ্টির জল নয়, এতে অ্যাসিড এর পরিমান বেশি থাকে। তবে এই জল ধরে রাখতে পারলে এবং পরে তা ব্যবহার করলে, এর থেকে ভালো জিনিস আর হয় না। সুতরাং, মিনারেল ওয়াটার বা বৃষ্টির জল সবথেকে ভালো লাকি বাম্বুর জন্য।

কতটা জল দিতে হবে এই গাছে? খুব কম জল দিতে হবে এই গাছে। তবে কতটা কম জল দিতে হবে? জল এমনভাবে দিতে হবে যেন রুট সবটা যেন জলের তলায় না থাকে। জল বেশি হলে রুট পচতে শুরু করে। এক-দু'দিন অন্তর জল দিতে হবে। তবে, একদম জল শুকিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, বরং ওতে নতুন রুট গজায় আর গাছ বড় ও ঝাঁকড়া হয়।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে, আপনি আর আপনার গাছ একই সুপ্রিম কনসাসনেস এর আলাদা আলাদা মেনিফেস্টেসন। এফর্ট দিলে আপনি পারবেন আপনার গাছ এর সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে। মনে রাখবেন লাকি বাম্বু রোদ এ রাখবেন কি রাখবেন না?

অবশ্যই লাকি বাম্বু রোদ, আলো, জল, হওয়া খেলে এমন জায়গায় রাখতে পারেন। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে,

দুপুর এর কড়া রোদ যেন না লাগে। রোদ পেলে পাতা ভালো থাকে , গাঢ় সবুজ হয়।

তবে একান্তই যদি এই গাছকে ইন্ডোর এ রাখতে চান তাহলে ঘরে যেন উজ্জ্বল আলো পায়।

লাকি বাম্বু গেছে কি সার দেবেন? এই গাছে কোনও রকম সার, ভার্মি কম্পোস্ট কিছু দেবেন না। এই গাছের একটাই খাবার তা হল জল। সেই জন্যই মিনারেল ওয়াটার এই গাছের জন্য ভালো।

সপ্তাহে একদিন ভালো করে পাতাগুলো আর রুট গুলো জলে ধুয়ে দেবেন যাতে ধুলোর অস্তরণ না থাকে।

কোনও পাতা হলুদ হয়ে গেলে কাচি দিয়ে ট্রিম করে দেবেন। কোনও স্টিক হলুদ হয়ে গেলে ফেলে দেবেন।

সুস্থ-সবল থাকতে প্রত্যেকের ব্যবহার করা উচিত সেরা ১০ আয়ুর্বেদিক ভেষজ

আয়ুর্বেদ ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, যা হাজার হাজার বছর ধরে শরীর ও মনের সুস্থতার জন্য প্রাকৃতিক সমাধান দিয়ে আসছে। আধুনিক জীবনধারার চাপ, দূষণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবের কারণে আয়ুর্বেদিক ভেষজের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। ২০২৫ সালে, স্বাস্থ্য সচেতনতার বৃদ্ধির সাথে সাথে ভারতীয়রা আয়ুর্বেদিক ভেষজের দিকে ঝুঁকছেন, যা শুধুমাত্র রোগ প্রতিরোধে নয়, সামগ্রিক সুস্থতায়ও সহায়ক। এই নিবন্ধে আমরা ১০টি আয়ুর্বেদিক ভেষজের কথা আলোচনা করব, যা প্রত্যেক ভারতীয়ের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা উচিত। এই ভেষজগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে কার্যকর।

১. তুলসী - তুলসী আয়ুর্বেদে 'ভেষজের রানী' নামে পরিচিত। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সর্দি-কাশি, জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যায় উপকারী। তুলসীর পাতা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে। তুলসী চা বা কাঁচা পাতা চিবিয়ে খাওয়া যায়। এটি মানসিক চাপ কমাতে এবং হজমশক্তি উন্নত করতেও সাহায্য করে। ২. অশ্বগন্ধা- অশ্বগন্ধা একটি অ্যাডাপ্টোজেনিক ভেষজ, যা মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। এটি শরীরের শক্তি বাড়ায়, ঘুমের গুণমান উন্নত করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। অশ্বগন্ধার শিকড় পাউডার বা ক্যাপসুল আকারে গ্রহণ করা যায়। এটি বিশেষ করে থাইরয়েড সমস্যা এবং পুরুষদের উর্বরতা বাড়াতে কার্যকর।

৩. আমলকী - আমলকী ভিটামিন সি-এর একটি সমৃদ্ধ উৎস, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অত্যন্ত কার্যকর। এটি ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং হজমশক্তি উন্নত করে। আমলকী পাউডার, জুস বা কাঁচা ফল হিসেবে খাওয়া যায়। ত্রিফলা চূর্ণের একটি প্রধান উপাদান হিসেবে এটি ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে। ৪. হলুদ - হলুদ ভারতীয় রান্নায় একটি অপরিহার্য উপাদান এবং আয়ুর্বেদে এর অ্যান্টি - ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণের জন্য বিখ্যাত। হলুদের কার্কুমিন যৌগ জয়েন্টের ব্যথা, হজম সমস্যা এবং ত্বকের সমস্যায় উপকারী। দুধের সাথে হলুদ মিশিয়ে পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। ৫. নিম - নিম তার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং রক্ত পরিশোধক গুণের জন্য পরিচিত। এটি ত্বকের সমস্যা যেমন ব্রণ, একজিমা এবং সোরিয়াসিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। নিমের পাতা চিবিয়ে খাওয়া বা নিমের তেল ব্যবহার করা যায়। এটি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও সাহায্যকারী। ৬. পুদিনা - পুদিনা হজমশক্তি বাড়াতে এবং পেটের সমস্যা যেমন ফোলাভাব বা অম্বল কমাতে কার্যকর। এটি মাথাব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যায়ও উপকারী। পুদিনার পাতা চা, সালাদ বা চাটনিতে ব্যবহার করা যায়। এটি শরীরকে ঠান্ডা রাখে এবং গ্রীষ্মে বিশেষভাবে উপকারী।

৭. শতাবরী - শতাবরী মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ। এটি হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করে, মাসিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে এবং উর্বরতা বাড়ায়। পুরুষদের জন্যও এটি শক্তি বাড়াতে কার্যকর। শতাবরী পাউডার দুধ বা জলের সাথে মিশিয়ে খাওয়া যায়।

৮. মেথি - মেথি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, হজমশক্তি বাড়াতে এবং কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এর বীজ এবং পাতা উভয়ই আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত হয়। মেথি বীজ ভিজিয়ে খাওয়া বা পাতা সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়। এটি চুলের বৃদ্ধিতেও উপকারী।

৯. লেমনগ্রাস - লেমনগ্রাস একটি সুগন্ধী ভেষজ, যা হজমশক্তি বাড়ায়, জ্বর কমায় এবং শরীরের ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে। এটি চা হিসেবে পান করা যায় বা রান্নায় ব্যবহার করা যায়। লেমনগ্রাসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণ ত্বক ও শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। ১০. ব্রাহ্মী - ব্রাহ্মী মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে এবং মানসিক চাপ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। এটি স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার সমস্যায় সাহায্য করে। ব্রাহ্মী পাউডার বা তেল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি চুলের বৃদ্ধি এবং ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। কীভাবে ব্যবহার করবেন?

এই ভেষজগুলো বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়, যেমন:

চা বা ক্বাথ: তুলসী, পুদিনা, বা লেমনগ্রাস দিয়ে চা তৈরি করে পান করুন। পাউডার: অশ্বগন্ধা, আমলকী, বা শতাবরী পাউডার দুধ বা জলের সাথে মিশিয়ে খান। তেল বা পেস্ট: নিম বা ব্রাহ্মী তেল ত্বক ও চুলে ব্যবহার করুন। রান্নায়: হলুদ, মেথি, বা পুদিনা রান্নায় যোগ করে স্বাদ ও স্বাস্থ্য উন্নত করুন।

কাঁচা খাওয়া: তুলসী বা নিমের পাতা চিবিয়ে খাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদের গুরুত্ব আয়ুর্বেদিক ভেষজ শুধুমাত্র রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় না, বরং শরীরের তিনটি দোষ (বাত, পিত্ত, কফ) ভারসাম্য রক্ষা করে। এই ভেষজগুলো প্রাকৃতিক এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত, যা আধুনিক ওষুধের তুলনায় নিরাপদ। তবে, এই ভেষজ ব্যবহারের আগে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত, বিশেষ করে যদি আপনি কোনো ওষুধ সেবন করেন। ২০২৫ সালে কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২০২৫ সালে, কোভিড-পরবর্তী সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। দূষণ, জীবনযাত্রার চাপ, এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসের কারণে আয়ুর্বেদিক ভেষজের চাহিদা বাড়ছে। এই ভেষজগুলো সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী, যা এগুলোকে প্রত্যেক ভারতীয়ের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তুলেছে। ২০২৫ সালে তুলসী, অশ্বগন্ধা, আমলকী, হলুদ, নিম, পুদিনা, শতাবরী, মেথি, লেমনগ্রাস এবং ব্রাহ্মী-এর মতো আয়ুর্বেদিক ভেষজ প্রত্যেক ভারতীয়ের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। এই ভেষজগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে। এগুলো দৈনন্দিন জীবনে যুক্ত করা সহজ এবং সাশ্রয়ী। আয়ুর্বেদের প্রাচীন জ্ঞানের সাথে আধুনিক জীবনধারার মেলবন্ধন ঘটিয়ে আমরা স্বাস্থ্যকর ও সুখী জীবন গড়ে তুলতে পারি। তাই, আজই এই ভেষজগুলো আপনার জীবনে যুক্ত করুন এবং সুস্থ থাকুন।

চুলের বৃদ্ধির সিক্রেট হলো তেল

চুলের বৃদ্ধিতে তেলের অবদান যে অংশীকার্য,এ কথা তো ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে সকলে। তবে অনেকেরই বড়ো হওয়ার সাথে সাথে আগের মতন সেই চুলের সৌন্দর্য আর নেই। চুলের গোছ কমে গিয়ে, অনেক পাতলা হয়ে যাচ্ছে। আগেকার দিনে মা-ঠাকুমাদের মতে তেলই হল চুলের বৃদ্ধির শেষ কথা। চুলের গোড়ায় যাবতীয় সমস্যা সমাধান করতে পারে এটি। তবে সত্যিই কি চুলের বেড়ে ওঠাতেই শুধুমাত্র তেলেরই অবদান রয়েছে? অনেকের মতে চুল পরা, খুশকি কিংবা পাকা চুল জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে ভালো তেল। এখনকার দিনে মেয়েরা অনেকেই আবার চুলে তেল দেওয়ার এই বদ্ধমূল ধারনাতে বিশ্বাসী নয়। সেক্ষেত্রে তারা ওই শ্যাম্পুর আগে কিছুক্ষণ তেল দেয়। তবে বিশেষজ্ঞরা কিন্তু অন্য কথা তুলে ধরছে। তাদের মতে, চুলে তেল দেওয়া অবশ্যই পুষ্টিকর কিন্তু তা কখনই চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না। এমনকি খুশকি দূর করতেও কোনরকম ভাবে সাহায্য করে না শুধুমাত্র তেল। বিশেষজ্ঞদের মতে, কেউ যদি মনে করে যে শুধুমাত্র তেল দিলেই চুল পরা প্রতিরোধ করা যাবে এবং চুল একেবারে কোমর ছুয়ে যাবে; তা একেবারেই ভুল। তেল মাখলে অবশ্যই চুল মসৃণ হয়, কোমল হয় এবং রুক্ষতার মত সমস্যা দূর হয়। কিন্তু কখনোই তা চুলকে অনেক বেশি বৃদ্ধি হতে সাহায্য করে না। যাদের খুশকির সমস্যা আছে তারা ভাবে যে, চুল রুক্ষ হয়ে গেলেই একমাত্র খুশকি দূর হয় আর এই কারণেই তারা বেশি বেশি পরিমাণে তেল মাখতে শুরু করে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছে, খুশকি সমস্যা দূর করতে পারে জিঙ্ক পাইরিথিওন শ্যাম্পু কিংবা কেটোকোনাজল শ্যাম্পু। তবে অবশ্যই যে কোন গুরুতর সমস্যাতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা আবশ্যক।

খাবার সংরক্ষণের নতুন কৌশল

গরম এবং আর্দ্রতায় ভরা ভারতীয় আবহাওয়ায় খাবার দ্রুত ফাঙ্গাসের শিকার হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পুরোনো মা ঠাকুমার রান্নাঘরের রহস্যগুলো এখনও অক্ষত। "আর ফাঙ্গাসে খাবার নষ্ট হবে না" এই স্লোগান নিয়ে আজকালকার গৃহিণীরা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সংরক্ষণ কৌশলগুলোকে নতুন করে গ্রহণ করছেন।

এই কৌশলগুলো শুধু খাবারের সতেজতা বজায় রাখে না, বরং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি রোধ করে। তার সাথে পরিবেশবান্ধব উপায়ে সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। ইউএনএফএও-র একটি রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে প্রতি বছর ৩০-৪০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন নষ্ট হয়, অপর্যাপ্ত সংরক্ষণের কারণে। এই সমস্যা সমাধান করতে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ পরিবার খাবারের বর্জ্য কমাচ্ছে।

ভারতীয় রান্নাঘরের প্রথম রহস্য হল শুকানোর কৌশল। আমাদের পূর্বপুরুষরা ফল, সবজি এবং মাছ-মাংস শুকিয়ে সংরক্ষণ করতেন, যা ফাঙ্গাসের বৃদ্ধি রোধ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমের পাচড়ি বা সূর্যশুকোই ফলগুলোকে স্বাস্থ্যকর করে তোলে। আজকালকার গৃহিণীরা সবজিগুলোকে কাপড়ে মুড়ে হাওয়ায় শুকোন এবং তারপর সিল করা জারে রাখেন। এই পদ্ধতি জলের পরিমাণ কমিয়ে ব্যাকটেরিয়া এবং ঈস্টের বৃদ্ধি বন্ধ করে। পাঞ্জাবের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে গম বা চালের শস্যকে কাঠের ছাই বা গোবরের ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে মাটির কলসিতে ভর্তি করা হয়। শস্যের ৩/৪ অংশ ভর্তি করে বাকি ১/৪ অংশ ছাই দিয়ে পূর্ণ করুন এতে কীটপতঙ্গ এবং ফাঙ্গাস থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। ছয় মাস পর শস্য এবং কলসি সূর্যে শুকিয়ে নতুন ছাই দিয়ে পুনরায় ভর্তি করুন। এই পদ্ধতি শুধু ফাঙ্গাস রোধ করে না, বরং শস্যকে বছরের পর বছর সতেজ রাখে।মশলা সংরক্ষণে ভারতীয় রান্নাঘরের মাসলার কৌটো একটি অমূল্য সম্পদ।

ধাতুর বাক্সে সাতটি ছোট কম্পার্টমেন্টে হলুদ, জিরা, ধনে এবং লংকার মতো মশলা আলাদা করে রাখুন। ঘন লিড দিয়ে ঢেকে রাখলে আর্দ্রতা প্রবেশ করে না এবং মশলার স্বাদ অটুট থাকে। সাবানের পাথরের মশলা বাক্স ব্যবহার করলে মশলার প্রাকৃতিক তেল সংরক্ষিত হয় এবং ফাঙ্গাসের ভয় থাকে না। বর্ষায় মশলা পাউডারগুলোকে নিম পাতা বা শুকনো লংকার টুকরোর সঙ্গে মিশিয়ে রাখুন এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলো ফাঙ্গাস এবং কীটপতঙ্গ দূরে সরিয়ে দেয়। মশলা কেনার পর প্রথমে ফ্রিজারে দু'দিন রাখুন, যাতে কোনো ডিম বা ছত্রাকের বীজ ধ্বংস হয়। এরপর এয়ারটাইট কনটেইনারে স্থানান্তর করুন। এই কৌশল দিয়ে আপনার মশলা মাসের পর মাস সতেজ থাকবে।

আচার এবং চাটনির ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য লবণ এবং তেলের ব্যবহার আশ্চর্য জনক ভাবে কাজ করে। আমের আচার তৈরিতে সরষের তেলের একটি স্তর উপরে রাখুন এটি আর্দতা এবং ফাঙ্গাস থেকে রক্ষা করে। সপ্তাহে একবার আচারের জারটি সূর্যে রাখুন, যাতে প্রাকৃতিক উত্তাপ ফাঙ্গাস ধ্বংস করে।

তেতুলের ক্ষেত্রে সূর্যের তাপে শুকিয়ে গ্লাসের জারে রাখুন এবং লবণ মিশিয়ে সংরক্ষণ করুন। ফ্রিজে রাখলে তেতুলের পেস্ট ছোট গ্লাসের বোতলে সংরক্ষণ করুন এবং সবসময় শুকনো চামচ ব্যবহার করুন। এই পদ্ধতিতে তেতুল মাসের পর মাস ফাঙ্গাসমুক্ত থাকে। চাটনির জন্যও লবণ এবং ভিনেগারের মিশ্রণ ব্যবহার করুন, যা প্রোটেস্ট কর্তৃপক্ষের মতে প্রাচীনকাল থেকে ভারতে প্রচলিত।

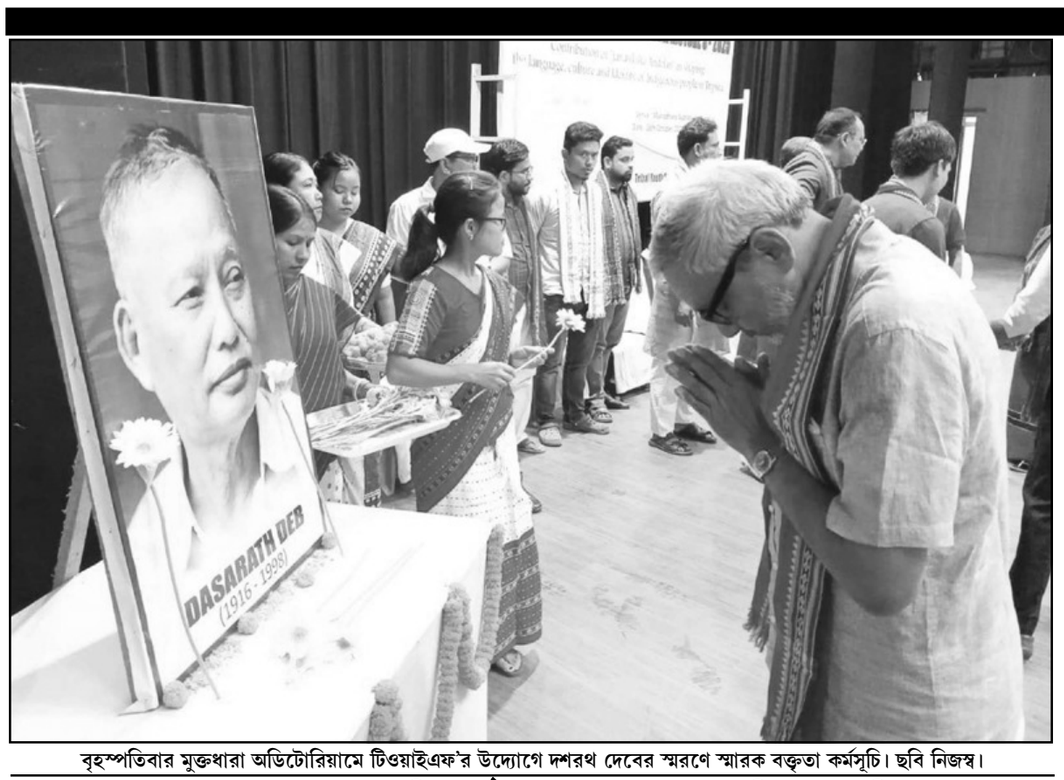

বৃহস্পতিবার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে টিওয়াইএফ'র উদ্যোগে দশরথ দেবের স্মরণে স্মারক বক্তৃতা কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

ভারতের খাদ্য সুরক্ষা পরিকাঠামো: ৮১ কোটির বেশি মানুষের কাছে পুষ্টিকর খাদ্য পৌঁছাচ্ছে প্রযুক্তিনির্ভর স্বচ্ছতার সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ খাদ্য সুরক্ষা পরিকাঠামো পরিচালনা করছে ভারত, যার আওতায় বর্তমানে ৮১ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। খাদ্যের প্রাপ্যতা থেকে শুরু করে পুষ্টি সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা ক্রমাগত সংস্কার ও আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে।

সরকারের সমন্বিত কৌশলে একাধিক প্রকল্পকে একই লক্ষ্যসবাইকে সাশ্রয়ী মূল্যে, ফর্টিফায়েড খাদ্যশস্য সরবরাহএর আওতায় আনা হয়েছে। এর পাশাপাশি পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম -কে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করার কাজও চলছে।

২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুসারে, উপভোক্তারা এখন বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পাচ্ছেন। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য এবং প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড সদস্যদের জন্য ৫ কেজি করে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্প জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চালু হয়েছে এবং ২০২৮ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যার মোট ব্যয় ১১.৮০ লক্ষ কোটি, যা কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে বহন করছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি মিশন-কে পুনর্গঠিত করে করা হয়েছে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন মিশন। যেখানে ধান, গম ও ডালের পাশাপাশি এখন মোটা শস্য ও পুষ্টিকর চাষের ওপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের উন্নত বীজ, প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড কর্মসূচি সারা দেশে রেশন কার্ডের পোর্টেবিলিটি সম্ভব করেছে। বিশেষ করে অভিবাসী শ্রমিকরা এর ফলে যে কোনও রাজ্যে তাঁদের রেশন তুলতে পারছেন। 'মেরা রেশন ২.০' এবং 'অন্ন মিত্র' অ্যাপ ব্যবহার করে এখন উপভোক্তারা তাঁদের প্রাপ্যতা, ব্যবহার ও ন্যায্য মূল্য দোকানের তথ্য অনলাইনে দেখতে পাচ্ছেন। বর্তমানে প্রায় ১০০ রেশন কার্ড ডিজিটাইজড এবং ৯৯.৬ এফপিএস-এ বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ চালু হয়েছে।পুষ্টির দিকটি নিশ্চিত করতে রাইস ফর্টিফিকেশন ইনিশিয়েটিভ চালু হয়েছে, যার আওতায় পিএমজিকেওয়াই, প্রধানমন্ত্রী পোষণ এবং আইসিডিএস-এর মতো প্রকল্পে বিতরণযোগ্য চালে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন বি১২ মেশানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৭,০৮২ কোটি এবং এটি ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত চলবে।

একইসঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী পোষণ (পূর্বতন মিড-ডে মিল) এবং আইসিডিএস (সমন্বিত শিশুবিকাশ সেবা) প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলপড়ুয়া শিশু ও গর্ভবতী/স্তন্যদাত্রী মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে, যার ফলে স্বাস্থ্য এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতি দুইই উন্নত হচ্ছে।

খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের দায়িত্বে আছে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এবং রাজ্য সংস্থাগুলির পরিচালিত এক শক্তিশালী লজিস্টিক্স নেটওয়ার্ক। জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় গুদামে ৭৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধান ও গম মজুত রয়েছে, যা সংরক্ষণ নীতির নির্ধারিত মানের চেয়ে বেশি ফলে খাদ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ ও জরুরি প্রস্তুতির দিক থেকে দেশ সুরক্ষিত।আগামী দিনে খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করতে সরকার আনতে চলেছে স্মার্ট-পিডিএস, যা ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে চালু হওয়ার সম্ভাবনা। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংগ্রহ থেকে বিতরণ পর্যন্ত পুরো চেইন ডিজিটাইজড হবে, ফলে লিকেজ কমবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে, এবং খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা আরও কার্যকর হয়ে উঠবে।ভারতের এই বহুমাত্রিক খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করছে না, বরং একে পুষ্টি, প্রযুক্তি ও স্বচ্ছতার সঙ্গে যুক্ত করে জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিতে পরিণত করছে।

উত্তর প্রদেশে শুরু 'দিব্য দীপাবলি মেলা', প্রদর্শিত হচ্ছে বিশেষভাবে সক্ষমদের তৈরি হস্তশিল্প

লখনউ, ১৬ অক্টোবর : বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের তৈরি অনন্য হস্তশিল্প ও পণ্যসম্ভার প্রদর্শনের লক্ষ্যে আজ থেকে উত্তর প্রদেশ সরকারের উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'দিব্য দীপাবলি মেলা'। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে লখনউতে, এই দুই দিনব্যাপী মেলা (১৬ ও ১৭ অক্টোবর) আয়োজন করেছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের দপ্তর। এটি এই ধরনের প্রথম মেলা, যা পুরোপুরি দিব্যাঙ্গ (বিশেষভাবে সক্ষমদের) তৈরি পণ্যগুলিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই মেলার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাতে গিয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কল্যাণ ও প্রতিবন্ধী ক্ষমতায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নারেন্দ্র কাশ্যপ বলেন, ''এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হল বিশেষভাবে সক্ষমদের তৈরি উৎকৃষ্ট পণ্যের জন্য একটি বাজার তৈরি করা এবং তাঁদের আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করা।'' মেলায় পাওয়া যাবে নানারকম হস্তশিল্প সামগ্রী যেমন কৃত্রিম গয়না, গৃহসজ্জার সামগ্রী, হ্যান্ডলুম পণ্য, আকর্ষণীয় মোমবাতি, মাটির প্রদীপ, বাসনপত্র ও পূজার উপকরণ, পাশাপাশি আচার, জ্যাম, মশলা ও অন্যান্য গৃহস্থালির সামগ্রী যা সবই দিব্যাঙ্গদের হাতে তৈরি।

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই মেলা কেবল উৎসবের বাজার নয়, বরং একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও কাজ করবে, যেখানে দিব্যাঙ্গদের সৃজনশীলতা ও উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হবে।

কুরনুলে প্রায় ১৩,৪৩০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

কুরনুল, ১৬ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুলে একদিবসীয় সফরে এসে প্রায় ১৩ হাজার ৪৩০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশ্যে উতর্গ করলেন। এই প্রকল্পগুলি শিল্প, বিদ্যুৎ পরিবহন, সড়ক, রেল, প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্ধ্রপ্রদেশ আজ দ্বিগুণ গতি নিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-এর শক্তিতে রাজ্য নজিরবিহীন অগ্রগতির সাক্ষী হচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, '২০৪৭ সালে যখন দেশ স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপন করবে, তখন ভারত সত্যিকারের একটি 'বিকসিত ভারত' হয়ে উঠবে।'

অনুষ্ঠানে আন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী পাওয়ান কল্যাণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী আজ সকালে কুরনুল পৌঁছন। সফরের শুরুতে তিনি শ্রীসৈলমে অবস্থিত বিখ্যাত শ্রী ভ্রমরাম্বা মল্লিকার্জুন স্বামী বারলা দেবস্থানে পূজা দেন। এই মন্দিরটি দেশের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের একটি এবং ৫২টি শক্তি পীঠের মধ্যেও একটি।

পূজারত প্রধানমন্ত্রীকে শ্রী স্বামী এবং দেবী ভ্রমরাম্বার প্রতিকৃতি ও বস্ত্র উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী শ্রী শিবাজি স্ফূর্তি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন, যেখানে তিনি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের বীরত্ব ও ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানান।

এই সফরকে ঘিরে আন্ধ্রপ্রদেশে বিশেষ উদ্দীপনা দেখা গেছে এবং সরকারের তরফে রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রের ভূমিকা আরও জোরদারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের বিস্ফোরক দাবি, পররাষ্ট্র মন্ত্রকের জবাব 'আমাদের অগ্রাধিকার ভারতীয় ভোক্তা'

নয়াদিল্লি/ওয়াশিংটন, ১৬ অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের একবার শিরোনামে। এবার রাশিয়ার জ্বালানি রপ্তানি বন্ধে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-কে কৌশলে পাশে টানলেন তিনি। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প দাবি করেন, "মোদি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে ভারত খুব শীঘ্রই রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ করবে।" এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নয়াদিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে ভারতের জ্বালানি নীতি আন্তর্জাতিক চাপ নয়, দেশের ভোক্তার স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত।

হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্রিফিংয়েট্রাম্প বলেন, "মোদি একজন দারুণ মানুষ। তিনি ট্রাম্পকে ভালোবাসেন। আমি ওর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস করতে চাই না।" তিনি আরও বলেন, "আমি বহু বছর ধরে ভারতকে পর্যবেক্ষণ করেছি। আগে প্রায় প্রতিবছর একজন নতুন নেতা আসতেন, কিন্তু মোদি অনেক বছর ধরে আছেন। এটা একটা দারুণ ব্যাপার।"

মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদি তাকে বলেছেন ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করতে চলেছে, যদিও এটি কিছুটা সময়সাপেক্ষ। ট্রাম্প বলেন, "এটা একদিনে হবে না, এটা একটা প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তা শেষ হবে।"

তিনি আরও দাবি করেন, ভারতের এই পদক্ষেপ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। ট্রাম্প বলেন, "আমরা খুশি ছিলাম না ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে দেখে। কারণ এতে পুতিনের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পেছনে অর্থ যোগান পাচ্ছে।" তাঁর মন্তব্য, "এটা এমন একটা যুদ্ধ, যা পুতিন এক সপ্তাহে জিততে পারতেন। অথচ এখন চতুর্থ বছরে গড়াচ্ছে।"

ওয়াশিংটনের ওই মন্তব্যের পরই নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানায়। মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন, "ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস আমদানিকারক দেশ। এক অস্থির বৈশ্বিক জ্বালানি পরিস্থিতিতে আমাদের আমদানি নীতির মূল উদ্দেশ্য হল ভারতীয় ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা করা। আমাদের নীতি হল জ্বালানির দামের স্থিতিশীলতা ও নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা উৎসের বৈচিত্র্য আনছি এবং বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী আমদানি করছি।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা বহু বছর ধরেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে জ্বালানি আমদানির পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করে আসছি। বিগত এক দশকে এ দিকটি যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমান প্রশাসন এ নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে, এবং জ্বালানি সহযোগিতা আরও গভীর করতে আলোচনা চলছে।"এটি পরিস্কার যে, ভারত তার অমদানি সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক অনুরোধ বা চাপের ফলে নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও ভোক্তার চাহিদার উপর ভিত্তি করেই গ্রহণ করে থাকে।২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকেই পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার জেরে রাশিয়ার তেল বিশ্বের বাজারে সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশ রাশিয়ার তেল আমদানি বন্ধ করলেও, ভারত বরং এই পরিস্থিতিকে একটি অর্থনৈতিক সুযোগ হিসেবে দেখেছে। আগে যেখানে ভারতের মোট তেল আমদানির ১ শতাংশেরও কম ছিল রাশিয়া থেকে, এখন সেই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ শতাংশে। ভারত এখন চীনের পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাশিয়ান তেল আমদানিকারক।

এই প্রসঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসন অভিযোগ করেছে, ভারত রাশিয়ার অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করছে, ফলে ইউক্রেনে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। সেইসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন ভারতের কিছু পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করা হয়েছে, যার মধ্যে রাশিয়ান তেল কেনার জন্য অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছে ভারত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একে "অন্যায়, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য" বলে অভিহিত করেছে। ভারতের মতে, এমন পদক্ষেপে কেবল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বরং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের অবস্থান আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ট্রাম্পের মতো ব্যক্তিত্ব যখন মোদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুলে ধরে বড় ধরনের ঘোষণা দেন, তখন তা বিশ্ব কূটনীতির জগতে গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

পুরুষ ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref.- East Agartala PS UD Case No. 67 / 2025 U/s 194 BNSS.

পাশের ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহ, যাহা বিদ্যাসাগর পল্লী, আগরতলা জঙ্গলে পাওয়া যায়, বয়স আনুমানিক ৫০ বছর, উচ্চতা আনুমানিক ৫ ফুট, পরনে ছিল হলুদ রঙের টি শার্ট এবং ছাই কালারের প্যান্ট। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬

২) সিটি কন্টোল- ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০

৩) পূর্ব আগরতলা থানা ০৩৮১-২৩২৫৭৭৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-1148/25

PNIe-T NO:-93/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 14/10/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) of DAIKIN AC System Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider or any reputed firm having specified experience in maintenance of similar AC works for the following work:

Name of work: Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) and Operation of VRF air conditioning system (DAIKIN make) installed at Super speciality building of the AGMC & GBP Hospital, Agartala Tripura(W) for a period of 1 (one) year during 2025-26.(2nd call).

1. Estimated Cost: Rs 19,32,678.00
2. Earnest Money: Rs 38,654.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 27/10/2025 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
ICA/C-2595/25 **Mechanical Division, Agartala**

E.O.I for Round the clock Operation and Comprehensive Maintenance of ETP & STP of capacity (25+ 125) KLD = 150 KLD including supply of treatment chemicals at S.S.block of AGMC & GBPH of the state of Tripura.

Expression of interest for Round the clock Operation and Comprehensive Maintenance of ETP & STP of capacity (25 + 125) KLD 150 KLD including supply of treatment chemicals at S.S.block of AGMC & GBPH of the state of Tripura are invited within 4 pm of 21-10-2025 from eligible Vendors to do the same work to medical college and Health Institutions of Tripura. The sealed quotation should reach the office of undersigned through registered post/speed post/courier within the stipulated period. Quotation received beyond the last date will not be considered. Terms and condition may be collected and downloaded free of cost from the AGMC website https://agmc.ac.in/ before the last date.

Medical Superintendent & Head of Department
ICA/C-2613/25 **AGMC & GBP Hospital, Agartala**

Notice Inviting Quotation

Sealed quotations are hereby invited for Printing of Training Manual of DNA CLUB Activities of Tripura Biotechnology Council (Ref. NIQ No.F.6(3)/TBC/P&I/23/VI/Part-III/2064-67 Dated 15/10//2025), for the office of the undersigned.

For detail of the quotations please visit the website of Directorate of Biotechnology, Govt. of Tripura website https://dbt.tripura.gov.in

(A.Sengupta)
ICA/C-2602/25 **Joint Member Secretary,**
Tripura Biotechnology Council,
Department of Science Technology & Environment,
Govt. Of Tripura

Walk-in-Interview

A walk-in-interview will be held in Adwaita Malla Barman Smriti Mahavidyalaya Amarpur, Gomati, Tripura on 18/10/2025 from 11:00 a.m. to 03:00 p.m. for engagement of Guest Lecturer in the following Subjects: Bengali, English, Kokborok, Sanskrit, Political Science, Philosophy, History, Yoga and Meditation, EVS and Mushroom Cultivation and Production.

Essential Qualification:

As per UGC Guidelines for Government (General) Degree Colleges during engagement thereof.

Interested candidates are requested to appear before the interview board with all necessary testimonials in original and photocopies of the same along with an application in plain paper. Engagement will be made on merit basis taking into the account the API score and interview. Selected candidates will be engaged with an honorarium of Rs. 500/- (Rupees Five hundred) only per class not exceed the maximum ceiling of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty thousand) only per month upto 31st August, 2026. The engagement will be purely on temporary basis. No TA/DA is admissible for appearing in the interview.

(Dr. Pradeep Kumar Deepak)
ICA/D-1142/25 **Principal-in-charge, Adwaita Malla Barman, Smriti Mahavidyalaya ,Amarpur, Gomati, Tripura**

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites e-tender in Single bid system for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading And bidding
1	DNIeT-EE(ELECT)/ AMC/38/2025-26	4,25,485.00	8,510.00	15(Fifteen) Days	Date : 21/10/2025 Time : 15:00 Hrs
2	DNIeT-EE(ELECT)/ AMC/26/2025-26	2,98,521.00	5,970.00	15(Fifteen) Days	
3	DNIeT-EE(ELECT)/ AMC/37/2025-26	9,75,398.00	19,508.00	15(Fifteen) Days	

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/- Illegible
Executive Engineer
Electrical Division
Agartala Municipal Corporation

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T- No: 19/EE/DIV-III/ AMC/2025-26, Dated: 13-10-2025.

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s):-

Sl No.	Name of the work	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last time and date of Submission
1	Construction of boundary wall parking road etc newly community hall at Baishnabtilla under ward No 49 AMC. DNIeT No.54/EE/Div-III/AMC/ 2025-26.	56,05,234.00	1,12,105.00	120Days	27/10/2025 At 15.00 Hrs
2	Construction of C.C road and p/wall near the H.O Gourchan Hrishidas to H.O Ajit Hrishidas at Hrishidaspara 05 Under ward No 43 AMC. DNIeT No.55/EE/Div-III/AMC/ 2025-26.	13,17,451.00	26,349.00	90 Days	
3	Construction of drain, paver block and culvert from the H.O Narayan Debnath to H.O Dilip Shil at Subhashnagar Jagat palli Under ward No 43 AMC. DNIeT No.56/EE/Div-III/AMC/ 2025-26.	6,26,427.00	12,529.00	90 Days	

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE 28-10-2025.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- (Er.J.Chakraborty)
Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 04/11/2025 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Repair of 7 (Seven) nos. Dysfunctional Girls Toilet in Schools under Karbook Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025-26. DRAFT NIT NO: 79/EE/ ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 110/EE/ ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 10,50,000.00	Rs. 21,000.00	3(Three) Months	Upto 3 Pm 04/11/2025	At 06/11/2025 On 04 PM	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Repair of 10 (Ten) nos. Dysfunctional Girls Toilet in Schools under Karbook Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025-26 DRAFT NIT NO: 80/EE/ ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 111/EE/ ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 10,50,000.00	Rs. 30,000.0	3(Three) Months	Upto 3 Pm 04/11/2025	At 06/11/2025 On 04 PM	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

(Er. B. Das)
ICA/C-2608/25 **Executive Engineer**
Samagra Shiksha, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 21/EE/WR-III/UDP/2025-26 Date: 14/10/2025

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)	Bid Fee (In Rs)	Time for Completion (In Months)	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Class of Bidder
1	DNIeT No. 08/SE/WRC-III/UDP/ DNIeT/2025-26	69,85,020.0	1,39,700.00	4,000/	03(Three) Months	Upto 15.00 Hrs on 28.10.2025	At 15.30 Hrs on 28.10.2025 (If Possible)	Appropriate Clas
2	DNIeT No. 09/SE/WRC-III/UDP/ DNIeT/2025-26	69,85,020.0	1,39,700.00	4,000/	03(Three) Months			

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

(Er. Rati Rn. Debbarma)
ICA/C-2599/25 **Executive Engineer**
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

শচীন দেববর্মণ জন্মজয়ন্তী ধর্মনগরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ অক্টোবর: সুরসম্রাট শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গতকাল ধর্মনগরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয় এবং ধর্মনগর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের সহ-অধিকর্তা রিপন চাকমা, জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সমর চক্রবর্তী প্রমুখ। ধর্মনগরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

জেএনইউতে এবিভিপি ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ, একাধিক ছাত্র আহত ঊ উত্তরপ্রদেশ-বিহারের ছাত্রদের নিয়ে 'আপত্তিকর মন্তব্য' ঘিরে উত্তাল সভা

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-তে মঙ্গলবার রাতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভা ঘিরে বামপন্থী ও ডানপন্থী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। সংঘর্ষে একাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হন, যাঁদের মধ্যে মহিলা ছাত্রও রয়েছেন। রাতভর টানটান উত্তেজনার পর বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে। ঘটনাটি ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল সায়েন্স স্কুল ভবনে, যেখানে আগামী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে চলা ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেই সভাতেই এক বামপন্থী কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে আগত ছাত্রদের নিয়ে 'আপত্তিকর ও অবমাননাকর' মন্তব্য করার অভিযোগ তোলে ডানপন্থী ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

এবিভিপি-র সোশ্যাল সায়েন্স স্কুলের কাউন্সিলর অভিষেক রাই দাবি করেন, "সভায় একটি রিপোর্ট পড়া হচ্ছিল। তখনই এক বামপন্থী কাউন্সিলর বলেন 'উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে যারা এসেছে, তাদের জেএনইউ-তে থাকার যোগ্যতা নেই। তাদের অন্য কোথাও যাওয়া উচিত।' এই মন্তব্যে সভায় প্রবল ক্ষোভ ছড়ায়। উপস্থিত ছাত্ররা ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলেন। কিন্তু মন্তব্যকারী কাউন্সিলর ও সভার চেয়ার দুজনেই তা প্রত্যাখ্যান করলে হাতাহাতি শুরু হয়।"

রাই আরও অভিযোগ করেন, "বাম ছাত্ররা আমাদের ছাত্রদের উপর চেয়ার ছুঁড়ে মারে, লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে। একাধিক ছাত্রের মাথা ও পিঠে গুরুতর চোট লাগে। এমনকি মহিলা ছাত্রদেরও শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয়।"

ঘটনার পাল্টা ব্যাখ্যায় ছাত্র ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া ও অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ করে, "এবিভিপি সভার গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করতে চেয়েছিল। তারা সহিংসতা চালিয়ে সভা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের একাধিক কর্মী, এমনকি মহিলা ছাত্রীরাও চোট পেয়েছেন।"

এসএফআই নেতা অলোক বলেন, "এবিভিপি নেতারা মঞ্চে উঠে পড়ে অকারণে সভা বাধাগ্রস্ত করে। ওরা কোথায় ছিল যখন জেএনইউ-র তহবিল কমানো হচ্ছিল? হোস্টেলের অবস্থা ভেঙে পড়ছে, ছাত্রদের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ এসব ইস্যুতে ওদের কোনও কথা নেই। ওরা প্রশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্যাম্পাসকে কলুষিত করতে চাইছে।"

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষে উভয় পক্ষের একাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে সাফদারজং হাসপাতাল ও এইমস-এ চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ক্যাম্পাসে পৌঁছয় এবং রাতভর সতর্কতা জারি রাখে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষই লিখিতভাবে অভিযোগ জমা দেয়নি, বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সদ্য প্রয়াত দুই বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মান জানানো হয়নি, ক্ষোভ প্রকাশ পিসিসি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর : সদ্য প্রয়াত দুই বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মান না জানানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তাঁর অভিযোগ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এই নীরবতা রাজ্যের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতি অযথোচিত অবহেলারই প্রতিফলন।

গত ৩ অক্টোবর প্রয়াত হন রাজ্যের প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী হীরা দে। 'দ্রৌপদী নৃত্য'-কে নতুন মাত্রায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। অপরদিকে, ১৩ অক্টোবর প্রয়াত হন আরেক খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যগুরু ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। ত্রিপুরার নৃত্যজগতের উষালগ্নের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে পদ্মিনী চক্রবর্তী আজীবন রাজ্যের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, দুজনেই ত্রিপুরার গৌরব, তাঁদের প্রয়াণে রাজ্যের সংস্কৃতি অঙ্গনে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। অথচ রাজ্য সরকার কিংবা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে তাঁদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি।

তিনি আরও বলেন, আসামের জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গর্গের মৃত্যুতে যেভাবে সমগ্র রাজ্য ও সরকার শোক প্রকাশ করেছে এবং মর্যাদা দিয়েছে, ত্রিপুরায় তেমনটি দেখা যায়নি। আমাদের রাজ্যের এই দুই গুণী শিল্পীও সমান সম্মান পাওয়ার যোগ্য ছিলেন।

আশীষ সাহা রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান, ভবিষ্যতে ত্রিপুরার শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রয়াত গুণীজনদের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা হোক।

সালেমা ব্লকে "পোষণ মাহ" ও "সুস্থ নারী, সমৃদ্ধ অভিযান" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ অক্টোবর: সালেমা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির হলে অনুষ্ঠিত হলো "পোষণ মাহ" ও "সুস্থ নারী, সমৃদ্ধ অভিযান" বিষয়ক সেমিনার। বৃহস্পতিবার সালেমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অপরাজিতা মঞ্চে সালেমা টি.আর.এল.এম-এর উদ্যোগে এবং এর অন্তর্গত সমস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এস.এইচ.জি) সদস্যা মায়েদের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে, যা উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল। উপস্থিত ছিলেন সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন বিনা বিশ্বাস, সালেমা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অপূর্ব পোদ্দার, সিঙ্গিনালা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোপা দাস, সালেমা ব্লকের বিডিও অভিজিৎ মজুমদার, সিডিপিও সৌরভী দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

স্বাগত ভাষণে সালেমা ব্লকের বিডিও অভিজিৎ মজুমদার বলেন, "শিশুদের নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পুষ্টিসম্পন্ন শিশুই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎতাহলেই দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ রাখতে গিয়ে বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল বলেন, বর্তমানে বাল্যবিবাহের প্রবণতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সস্ত্রীক অযোধ্যায় রাম

● প্রথম পাতার পর

অযোধ্যার মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করব। দিওয়ালি একটি ঐতিহাসিক দিন, মাতা সীতার সাথে অযোধ্যায় প্রভু রামের প্রত্যাবর্তন হয়। সবাই এই ইতিহাস জানেন এবং এই দীপাবলি উপলক্ষে আমি সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাতে চাই। রামমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে চাই। এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এবং তাঁরা সেটা করে দেখিয়েছেন।

ট্রেনের ওয়াগন ভর্তি কোটি

● প্রথম পাতার পর

পুরো বহি ভর্তি করে নেশাসামগ্রীর পাচার চলছে। যা নিয়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নেশা সামগ্রীর বারবারন্তে যখন গোটা রাজ্যবাসী অতিষ্ঠ সেই মুহুর্তে এই বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় নিঃসন্দেহে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে। ধারনা করা হচ্ছে, এই পাচারের সঙ্গে কোনো বড় চক্র জড়িত রয়েছে। এখন দেখার , প্রশাসন এই বিষয়ে কি তথ্য বের করতে সক্ষম হয়।

সোনামুড়ায় স্বর্ণপাচারে জড়িত যুবক

● প্রথম পাতার পর

গত ১০ সেপ্টেম্বর এনসি নগর এলাকার মোহাম্মদ সুলেমান হোসেনকে স্বর্ণপাচার কাণ্ডে তার সহযোগীরা পিটিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে এক মহিলাকে আটক করেছিলেন। রুকসানা বেগমকে আটক করার পর থেকে অন্যান্যদের আটক করার জন্য বারবার পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল সুলেমান হোসেনের পরিবারের সদস্যরা। শেষ পর্যন্ত পুলিশ আরো দুজনকে এই মামলায় গ্রেফতার করেছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিলোনিয়া থানার গাফিলতিতে

● প্রথম পাতার পর

রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় তল্লাশি, চলছে পুলিশের অ্যাথলেটিক দৌড়। তবুও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে সূত্রের খবর।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ভূপেন্দ্র সরকারের

● প্রথম পাতার পর

বছরের মাথায় বিধানসভা ভোট দুই ক্ষেত্রেই এ পদক্ষেপ প্রস্তুতিমূলক বলেই ধরা হচ্ছে।

যে বিধায়কদের মন্ত্রী করা হবে তাদের ইতিমধ্যেই ফোন করে জানানো হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গুজরাট পৌঁছাবেন, শুক্রবার সকালে রাজ্যে আসবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা। ইতিমধ্যেই সংগঠনমন্ত্রী সুনীল বংশল গুজরাটে পৌঁছেছেন। সন্ধ্যার দিকে মুখ্যমন্ত্রী প্যাটেলও মুম্বই থেকে ফিরে এসে রাত ৮টায় তাঁর বাসভবনে বৈঠক করবেন, এরপর রাজ্যপালের কাছে নতুন মন্ত্রীদের তালিকা হস্তান্তর করা হবে।

১৬ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৭—১০ জনের স্থান পরিবর্তন হতে পারে, ৩—৫ জন তাঁদের পদে বহাল থাকতে পারেন। নতুন মুখ হিসেবে কংগ্রেস থেকে আসা অর্জুন মোঢভাড়িয়া, আলপেশ ঠাকোর, সি. জে. চাভড়া এবং হার্দিক প্যাটেলের নাম আলোচনায় রয়েছে। সৌরাষ্ট্রের জয়েশ রাদড়িয়া ও জিতু ভাগানীকেও নতুন মন্ত্রিসভায় দেখা যেতে পারে। বিশেষভাবে পাটিদার ও উত্তর গুজরাটের ঠাকোর সম্প্রদায়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে।

যেসব রাজ্য মন্ত্রীদের বাদ দেওয়া হতে পারে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী পুরুযোত্তম সোলাঙ্কি, পঞ্চায়েত মন্ত্রী বচ্ছুভাই খাবর, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী মুকেশ প্যাটেল, খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ মন্ত্রী ভিখুসিং পরমার এবং আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী কুংভারজি হালপতি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যে গুজরাত পৌছে গেছেন। বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নডডা আগামীকাল গুজরাত পৌছাবেন। চার বছর আগেও বিজেপি হাইকমান্ড হঠাৎ বিজয় রূপাণীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাকে পরিবর্তন করে সকলকে বিস্মিত করেছিল। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী হন ভূপেন্দ্র প্যাটেল, যাঁর নেতৃত্বে বিজেপি ২০২২ সালের নির্বাচনে ১৫৬ আসনে ঐতিহাসিক জয় লাভ করে।

ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো আগরতলা পাবলিক স্কুলে "ছাত্র দিবস" উদযাপন

আগরতলা, ১৫ অক্টোবর: ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো আগরতলা পাবলিক স্কুল, ইংরেজি মাধ্যম বুধবার ভারতরত্ন ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের জন্মবার্ষিকীকে "ছাত্র দিবস" হিসেবে উদযাপন করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে 'ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র মানব' হিসেবে পরিচিত এই দূরদর্শীর প্রতি ঐতিহাসিক ও অনুপ্রেরণামূলক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে।

আগরতলা শহরের সুকান্ত একাডেমি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাবিদরা অংশগ্রহণ করেন। তারা বিজ্ঞানী, শিক্ষক এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডঃ কালামের স্থায়ী উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

ত্রিপুরার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্কুলের এই মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহার সভাপতিত্বে আসন্ন মন্ত্রিসভার বৈঠকে ১৫ অক্টোবরকে ছাত্র দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন।

"আমি জানতাম না যে এই দিনটি বিশ্বব্যাপী ছাত্র দিবস হিসেবে পালিত হয় যতক্ষণ না আমি অরুণ নাথের কাছ থেকে এটি জানতে পারি। অনলাইনে অনুসন্ধান করার পর, আমি এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। প্রতি বছর, উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে একটি থিম থাকে এবং এই বছরের থিম - 'উদ্ভাবন এবং পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন' - ডঃ কালামের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিখুঁতভাবে সংজ্ঞায়িত করে," মন্ত্রী দেববর্মা বলেন।

তিনি আরও বলেন, "ডঃ কালাম প্রমাণ করেছেন যে মহান আবিষ্কার করার জন্য ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে নিষ্ঠা এবং শিক্ষা যেকোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, আমি মন্ত্রিসভায় এই বিষয়টি উত্থাপন করব যাতে ত্রিপুরা প্রতি বছর আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র দিবস উদযাপন করে।"

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার স্কুলের নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, "আগরতলা পাবলিক স্কুল ডঃ কালামের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানিয়ে পথ দেখিয়েছে। শিক্ষার্থীরা আমাদের জাতির ভবিষ্যতের স্থপতি, এবং সামাজিক পরিবর্তনে তাদের সক্রিয় ভূমিকা উদযাপন করা উচিত।"

অধ্যাপক পূর্ণেন্দু কান্তি দাস (অবসরপ্রাপ্ত) ডঃ কালামের জন্মদিনকে ছাত্র দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি ইউনেস্কোর উপর আলোকপাত করেন, দরিদ্র ছেলে সংবাদপত্র বিক্রি থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত তাঁর যাত্রা বর্ণনা করেন। "তার গল্প প্রতিটি শিক্ষার্থীকে মনে করিয়ে দেয় যে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করলে কোনও স্বপ্ন খুব বেশি দূরে থাকে না," তিনি বলেন।

স্কুল সচিব এবং প্রতিষ্ঠাতা অরুণ নাথ এই অনুষ্ঠান আয়োজনে গর্ব প্রকাশ করে বলেন, "জাতিসংঘ ২০১০ সালে এই দিনটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরা এখনও এটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করেনি। আমাদের লক্ষ্য হল শিক্ষা এবং জাতি গঠনে ডঃ কালামের অবদানকে সম্মান জানাতে রাজ্যব্যাপী ছাত্র দিবস পালনকে অনুপ্রাণিত করা।"

উদযাপনে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং অ-শিক্ষক কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন, যারা একসাথে মহান বিজ্ঞানী, দূরদর্শী এবং চিরন্তন শিক্ষক ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানান।

শান্তিকালী আশ্রমকে কটাক্ষ করার অভিযোগে ইউটিউবারের বিরুদ্ধে দায়ের একাধিক মামলা

● প্রথম পাতার পর

পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন থানায় ধারাবাহিকভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে।অভিযোগ অনুযায়ী, বেবি জামাতিয়া তাঁর ভিডিওতে আশ্রমকে 'জাদুবিদ্যা' ও 'অপশক্তি চর্চা'র সঙ্গে যুক্ত করে ভিত্তিহীন মন্তব্য করেছেন। আশ্রমের দাবি, এই ধরনের বক্তব্য কেবলমাত্র বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যা সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি নষ্ট করতে পারে।আশ্রম কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের নিকট তাৎক্ষণিক ও উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের মানহানিকর প্রচার বন্ধ করা যায়। একই সঙ্গে আশ্রম কর্তৃপক্ষ রাজ্যের শান্তি, মর্যাদা ও সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রশাসনের চলমান তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবে বলেও জানিয়েছে।

জলাই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ার চেষ্টা চললেও,স্থানীয় সংবাদ প্রতিনিধিদের অনুসন্ধানে বিষয়টি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ্যে আসে এবং কনিকা মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার দেবাশীষ দেববর্মার নির্দেশে তিন সদস্যের একটি তদন্তকারী দল জলাই উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপস্থিত হন। চিকিৎসক সপ্তর্ষি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গঠিত দলটি তদন্তে এসে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও হিমোগ্লোবিন টেস্ট কিট থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন।

চিকিৎসক সপ্তর্ষি চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমকে জানান,তদন্তে প্রমাণ মেলে যে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও কিট ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরাও তাদের অভিযোগ তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে, যারা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করিয়েছেন, তাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ কিট দিয়েই টেস্ট করা হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন অনেকেই। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, কিছু অসাধু মেডিকেল অফিসারের এই গাফিলতি শুধু সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতেই ফেলেনি, বরং মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বাধীন সরকারের ভাবমূর্তিতেও আঘাত হেনেছে।

এখন দেখার বিষয়, স্বাস্থ্য দপ্তর এই ঘটনায় অভিযুক্ত কমিউনিটি হেলথ অফিসারের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এমন গাফিলতির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী।

২৬ অক্টোবরের মধ্যে অভিযোগের

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রীর কথায়, এক ফেইসবুক পেইজের কর্ণধার নিবেদিতা চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য আবেদন করছিলেন। সেই অনুযায়ী গত শনিবার ওই মহিলাকে ইন্টারভিউ দিয়েছেন তিনি। তখন সরকার সহ রাজ্য রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ইন্টারভিউ শেষে ও মহিলা মন্ত্রী সুধাংশু দাসের নিকট আবেদন করেন, পেইজটি খুবই ছোট, এই তাই আর্থিক সহায়তা করার জন্য, বদলে মন্ত্রীর বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের খবর করে দেবেন তিনি। সেই কথার উত্তরেই মন্ত্রী বলেন, উনাকে টাকা দেওয়ার মতো কোনো সোর্স নেই। টাকা আসবে কোথা থেকে। কিন্তু গোপন ক্যামেরায় সেই ভিডিও ধারণ করে ওই মহিলা। এবং একটি অংশকে ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন তিনি।

এদিকে এই ঘটনায় বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, মন্ত্রীর মা সহ তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে প্রায়শই খারাপ কথা বলছেন বিরোধী দলনেতা। মন্ত্রীর মাকে দিনমজুর হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁর সম্পত্তির খতিয়ান চেয়েছেন। এমনকি মন্ত্রীর ভাইকে সর্বোচ্চ করদাতা হওয়ায় তাকে কালো টাকার মালিক বলেও অপদস্ত করেছেন। মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, যদি কালো টাকাই থাকতো তাহলে কিভাবে সে কর প্রদান করবে। এদিন বিরোধিদের "ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা" বলে আখ্যায়িত করে মন্ত্রী বলেন, তাদের বুদ্ধি নেই বলেই এধরনের মন্তব্য করেন বিরোধীরা।

এখানেই থেমে থাকেননি মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি বাম জামানার বিভিন্ন দুর্নীতির ছবি প্রকাশ্যে তাদের। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর আদা কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে এনে বাম জামানায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কেলেঙ্কারির উত্তর চাইলেন তিনি।

তাঁর দাবি, বিরোধীরা হিন্দু বিরোধী। মন্ত্রী সুধাংশু দাস হিন্দুত্বের প্রচারক। হিন্দু ধর্মের প্রচারে তিনি সবসময় কাজ করেন। সেইটাই সহ্য হয়না বিরোধীদের। সেই কারণেই বিরোধী দলনেতা কিছু দিন পর পর মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক কু মন্তব্য করেন। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান তিনি।

হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের আড়ালে দেশের সম্পদ ও জমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়াই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য ঃ জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

তিপরাল্যান্ড, ওয়ান লাস্ট ফাইট, নো কম্প্রোমাইজ' ও 'তিপ্রাসা চুক্তি। কিন্তু আজ সেই স্লোগানগুলোর কোন কার্যকারিতা নেই, মানুষ সেগুলিকে ভুলে যেতে শুরু করেছে।

অসম পরিস্থিতি নিয়েও শ্রী চৌধুরী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, পার্শবর্তী রাজ্য অসমে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি চা-জনজাতির মানুষরা এসটি মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন। তাঁদের একটাই দাবি ২০২৬ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনের আগেই এসটি স্বীকৃতি দিতে হবে। তবে এই আন্দোলনের পেছনে অন্যতম কারণ হল দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা। মানুষ আজ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে পথে নামতে বাধ্য হচ্ছে। আসলে হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার আড়ালে দেশের সম্পদ ও জমি কর্পোটিরের হাতে তুলে দেওয়াই বিজেপি একমাত্র লক্ষ্য।

তাঁর কথায়, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগণের স্বার্থে লড়াই করতে জনগনকে দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

রাজ্য সরকারের নীরবতায় উদ্বেগ

● প্রথম পাতার পর

যে এর ফলস্বরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি শিক্ষক সমাজও চরম উদ্বিগ্ন। সংখ্যালঘু এবং অ-সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে টেট বাধ্যতামূলক কিনা, তা নিয়ে মুম্বই ও মাদ্রাজ হাইকোর্টে ভিন্ন রায় আসায় সুপ্রিম কোর্টে একাধিক দেওয়ানি আপিল হয়। একসাথে সমস্ত মামলার শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট এই ঐতিহাসিক রায় দেয়।

তাঁরা আরও বলেন, রায়ের পরপরই, স্কুল টিচার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এস.টি.এফ.আই) রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে রায় পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে। কেরালা, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশ ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে। এই সংবেদনশীল বিষয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি, শিক্ষক সংগঠন টিজিটিএ (এইচ বি রোড) রাজ্য শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আবেদন জানালেও শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো সময় দেওয়া হয়নি।

সমিতির দাবি, ত্রিপুরার শিক্ষকদের চাকরি সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে এবং ১ সেপ্টেম্বরের রায়কে তুলে ধরে চাকরি বাতিলের আবেদন জানায়। এর ফলে সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলার শুনানি স্থগিত রাখে। এই অবস্থান কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় বলে সমিতি মত প্রকাশ করেছে। সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে, টিজিটিএ (এইচ বি রোড) আগামী ১৮ অক্টোবর বিকাল ৪টা থেকে 'শিক্ষাভবন অভিযান' কর্মসূচির আয়োজন করেছে। কর্মসূচির মূল দাবি, রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেন একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের চাকরির সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

সম্মেলনের বিমল চাকমা জনজাতিদের নিয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের বক্তব্য খন্ডিত করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলাদেশী হিসেবে আখ্যায়িত করাকে দাঙ্গা লাগানোর চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, রাজ পরিবারকে সম্মান দিয়েছে বিজেপি। মহারাজার নামে বিমানবন্দর স্থাপন করা হয়েছে। মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের ঐতিহ্য হিসেবে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ইতিহাস বিভিন্নভাবে রাজ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে বিজেপি। জনজাতি সমাজপতিদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি জনজাতিদের উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বিজেপি সরকার গ্রহণ করছে বলে দাবি জানান তিনি। তাই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের অভিযোগগুলিকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তিনি।

বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, প্রদ্যুৎ দেববর্মণের এই ধরনের মন্তব্য রাজ্যের স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ও জাতিগত সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চক্রান্তেরই অংশ। তাদের বক্তব্য, রাজ্যে বর্তমানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে পরিবেশ রয়েছে, তা নষ্ট করার জন্য কেউ যেন উস্কানিমূলক মন্তব্য না করেন। এদিন নেতৃবৃন্দ একযোগে আহ্বান জানান, রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্বদের উচিত দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করা এবং বিভাজনমূলক বা উস্কানিমূলক মন্তব্য থেকে বিরত থাকা, যাতে ত্রিপুরার ঐক্য ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে।

রঞ্জি : ৪ অর্ধশতকে সমৃদ্ধ সার্ভিসেস ফলোয়ন এড়াতে লড়ছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভুতুড়ে স্কোর ১০। দুই অঙ্কের রানে পৌঁছতেই ত্রিপুরার ব্যাটার্সদের এমনকি অবস্থা হচ্ছে, হয় বোল্ড, না হয় কট আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরতে হচ্ছে। একে একে দুই জন। ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ধুঁকতে শুরু করেছে ত্রিপুরার রঞ্জি ক্রিকেটাররা। বিপক্ষে সার্ভিসেস। বুধবারে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুবিধা নিয়ে সার্ভিসেস প্রথম ইনিংসে ৩৫৯ রান সংগ্রহ করে থেমেছে। রাজ্য দলের সামনে মনে হচ্ছে পাহাড় প্রমাণ স্কোর। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৪ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরার প্রথম সারির ব্যাটার্সরা ৫৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ত্রিপুরা দল এই মুহূর্তে ফলোয়ন এড়াতে লড়ছে। স্কোর কার্ডের হিসেবে ত্রিপুরা দল এই মুহূর্তে ৩০৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে ছয়টি। আগামীকাল, শুক্রবার ম্যাচের তৃতীয় দিনের প্রথম বেলায় ত্রিপুরা দলের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানরা দলকে কতটুকু দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং এর পরিচয় দিতে পারে তার উপর নির্ভর করছে ম্যাচের ভবিষ্যৎ। তথা ত্রিপুরা দল আদৌ ফলোয়নে দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং শুরু করতে হয় কিনা, সেটাই এখন দেখার বিষয়। সার্ভিসেসের পক্ষে চারজনের ব্যাটিং সাফল্যে দলীয় স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। ওপেনার শিভম কুমারের ৭২ রান, রবি চৌহানের ৫০ রান, উইকেট রক্ষক নকুল শর্মার ৯৬ রান এবং পুলকিত নারাং-এর ৬৯ রান উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা দলের বোলার স্বপ্নীল সিং ১০৪ রানের বিনিময়ে পাঁচটি এবং পারভেজ সুলতান ৭১ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট পেয়েছেন। অভিজিৎ সরকার পেয়েছেন একটি উইকেট ৫৮ রানের বিনিময়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ওপেনার বিক্রম কুমার দাস 'ডাক' হলেও ঋতুরাজ ঘোষ রায়, শ্রীদাম পাল দুজনেই ১০-১০ রান করে পেভেলিয়নে ফিরেছেন। পেশাদার ক্রিকেটার হনুমা বিহারী ৫৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজয় শংকর দশ রানে এবং বিক্রম দেবনাথ নয় রানে উইকেটে রয়েছেন। সার্ভিসেসের অমরজিৎ সিং ২০ রানে দুইটি এবং জয়ন্ত গয়াত ও পুলকিত নারাং একটি করে উইকেট পেয়েছেন।

হর্ষিত রানা হওয়ার উপকারিতা! ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার দরকার নেই, মোটামুটি বল করতে হবে, সঙ্গে চাই অনেকখানি আনুগত্য

২০২৪ সালের আইপিএলে ১৩ ম্যাচে ১৯ উইকেটই তাঁকে লটারির 'জ্যাকপট' পাইয়ে দিয়েছিল? যে টিকিটে একমাত্র তাঁরই নাম লেখা থাকবে? কেরিয়ারে প্রথম শ্রেণির ম্যাচের সংখ্যা মাত্র ১৩! কিন্তু ভারতের হয়ে তিন ফরম্যাটেই খেলে ফেলেছেন ২৩ বছরের হর্ষিত রানা। ২০২৪ সালের আগে সর্বভারতীয় স্তরে তাঁর নাম খুব একটা শোনা যায়নি। ২০২২ সালে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সে পরিবর্ত ক্রিকেটার হিসাবে এসেছিলেন হর্ষিত। ২০২২ এবং ২০২৩ সাল মিলিয়ে খেলেছিলেন মোট ৬টি ম্যাচ। উইকেটের সংখ্যাও ৬। কিন্তু ২০২৪ সাল হর্ষিতের কেরিয়ারের 'টার্নিং পয়েন্ট'। কেকেআরের 'মেন্টর' হয়ে আসেন গৌতম গম্ভীর। সেই আইপিএলে হর্ষিত ছিলেন চতুর্থ সর্বাধিক উইকেটশিকারি। আর কেকেআর চ্যাম্পিয়ন।সেই শুরু গম্ভীর-হর্ষিত রসায়নের। এমনিতে দু'জনেই দিল্লির বাসিন্দা। দু'জনেই খানিকটা রগচটা। বিভিন্ন ম্যাচে প্রতিপক্ষের সঙ্গে গোলমালে জড়িয়েছেন। কিন্তু সে তো অনেকেই এমন করে থাকেন। সকলের সঙ্গে সকলের রসায়ন তো তৈরি হয় না। এ ক্ষেত্রে হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট এবং আইপিএলের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকজন মনে করেন, ২০২৪ সালের আইপিএল-ই গম্ভীর-হর্ষিতের 'ম্যাচ' শুরু করেছিল। গম্ভীর আগে কেকেআরের অধিনায়ক ছিলেন। মনে রাখতে হবে, তাঁর অধিনায়কত্বেই নাইট রাইডার্স দু'বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ঘরের ছেলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও যা পারেননি। সেই গম্ভীর যখন সেই দলেরই মেন্টর হয়ে এলেন, তখন তাঁর উপর বাড়তি চাপ ছিল পারফর্ম করার। কারণ, তার আগের বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ে ডাহা ফেল করেছে কেকেআর। পণ্ডিতকে বহাল রেখেই গম্ভীরকে তাঁর মাথায় বসিয়ে দিয়েছিলেন শাহরুখ খান। ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত এক আঞ্চলিক কর্তার কথায়, "গম্ভীরের উপর দুটো চাপ ছিল। প্রথমত, ক্যাপ্টেন হয়ে কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করার পাশাপাশি মেন্টর হিসাবেও সফল হওয়ার চাপ। দ্বিতীয়ত, টেবিলের একেবারে তলায় থাকা একটা দলের মনোবল বাড়িয়ে তাদের সফল করা। হর্ষিতের পারফরম্যান্স মেন্টর গম্ভীরের দুটো চাপই সামলে দিয়েছিল। কেউ ভাবেনি, কেকেআর ওই ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আইপিএল ট্রফি নিয়ে যাবে।" ওই কর্তার ব্যাখ্যায়, "যে কোনও সম্পর্কের একটা 'ইট মোমেন্ট' থাকে। ২০২৪ সালের আইপিএল গম্ভীর-হর্ষিতের সম্পর্কের সেই 'ইট মোমেন্ট' ছিল। তার পর থেকে গুরু-শিষ্যের সেই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।" বস্তুত, ওই ক্রিকেটকর্তা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, "হর্ষিত কিন্তু খারাপ বোলার নয়। হয়তো বুমরাহ বা সিরাজ নয়। কিন্তু জোরে বোলার হিসাবে একেবারে ফেলে দেওয়ার মতোও নয়।"যে কোনও ক্রিকেটপোষ্যই জানবেন, কেকেআরের মেন্টর হিসাবে তুঙ্গ সাফল্যই গম্ভীরের সামনে ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ হওয়ার দরজা খুলে দিয়েছিল। ফলে ২০২৫ সালের আইপিএলে গম্ভীর আর কেকেআরের সঙ্গে যুক্ত থাকেননি। কেকেআর-ও ফিরে গিয়েছে তাদের গম্ভীর-পূর্ব যুগে। চলতি বছরের আইপিএলে তারা আবার তলানিতে।প্রসঙ্গত, গম্ভীর কেকেআর ছেড়ে চলে গেলেও হর্ষিত কোথাও যাননি। এ বার ১৩ ম্যাচে তিনি নিয়েছেন ১৫টি উইকেট। তবে তাঁকে গম্ভীর-ছাড়া হয়ে থাকতে হয়নি। তাঁর কোচিংয়েই ভারতীয় দলে অভিষেক হয়েছে হর্ষিতের। গত বছর নভেম্বর থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি, চার মাসের ব্যবধানে তিন ফরম্যাটেই হর্ষিত খেলেছেন ভারতীয় দলে। এখনও পর্যন্ত দু'টি টেস্ট, পাঁচটি এক দিনের ম্যাচ এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একাংশ হর্ষিতকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকের বক্তব্য, বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের যখন বলা হচ্ছে, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে নিজেদের যোগ্যতা করতে, তখন হর্ষিতের উপর এমন কোনও 'শর্ত' আরোপ করা হচ্ছে না কেন? প্রত্যাশিত ভাবেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কোচ গম্ভীর। বলেছেন, ইউটিউব চ্যানেল চালানোর জন্য একটি ২৩ বছরের বাচ্চার সমালোচনা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, "এটা খুব লজ্জাজনক। আপনার ইউটিউব চ্যানেল চালাতে একটা ২৩ বছরের বাচ্চার সমালোচনা করলে সেটা অন্যায়। এরা ২৩ বছরের বাচ্চাকেও ছাড়ছে না!" হর্ষিত সম্পর্কে গম্ভীরের বক্তব্য, "ওর বাবা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নন। প্রাক্তন ক্রিকেটার বা এনআরআই-ও নন। ও যতদূর ক্রিকেট খেলেছে নিজের যোগ্যতা, নিজের দমে খেলেছে। সেটাই ও করবে। একজনকে এ ভাবে নিশানা করা উচিত নয়। সমালোচনা করতে হলে ওর পারফরম্যান্স নিয়ে করুন। নির্বাচকদের বলুন! ২৩ বছরের একটা বাচ্চাকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে এত খারাপ কথা বললে ওর মানসিকতা কী রকম হবে?"চুয়াল্লিশ বছরের গম্ভীর অবশ্য ভারতীয় দলের তরুণ প্রজন্মের প্রায় সমস্ত ক্রিকেটারকেই 'বাচ্চা' বলেই সম্বোধন করেন। ব্যতিক্রম কোহলি, রোহিত, জাডেজারা। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছেন। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি সিনিয়রদের নিয়ে খানিকটা 'অস্বস্তি'তে থাকেন। তবে ম্যানেজমেন্ট মন্ত্র শেখায়, যখনই যিনি কোথাও কোনও দায়িত্বে যান, তিনি নিজস্ব 'টিম' তৈরি করেন। সে যে কোনও দলগত বিষয়েই হোক। রাজনীতি, খেলা-সহ আরও বিভিন্ন পেশায় এ জিনিস সনাতন। গম্ভীর কেন ব্যতিক্রম হতে যাবেন?তবে এ কথা ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িতদের প্রায় সকলেই জানেন যে, হর্ষিত গম্ভীরের 'ঘরের ছেলে'। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের আগে দিল্লিতে নিজের বাড়িতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নৈশভোজে ডেকেছিলেন গম্ভীর। সেখানে ক্রিকেটারেরা পৌঁছোনোর আগেই চলে গিয়েছিলেন হর্ষিত। যিনি দিল্লি টেস্টের ১৫ জনের দলে ছিলেন না। যা থেকে স্পষ্ট যে, হর্ষিত গম্ভীরের কাছে পরিবারের সদস্যের মতোই।অনেকেই বলেন, গম্ভীরের প্রতি হর্ষিতের 'আনুগত্য' তুলনাহীন। তবে তাকে 'দোষ' বলতে নারাজ তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন সময়েই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ মানুষের মধ্যে কাজ করে। তার প্রভাব পেশাদার সিদ্ধান্তে পড়া উচিত নয়, এটা যেমন কাম্য, তেমনই এটাও সত্য যে, প্রায় কেউই সেই প্রভাব কাটিয়ে বেরোতে পারেন না। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি বা কোহলিও পারেননি। প্রথমজন জোর করে রোহিত শর্মাকে খেলাতেন। দ্বিতীয়জন ঋদ্ধিমান সাহাকে। তবে রোহিত-ঋদ্ধি সেই পছন্দের প্রতিদান দিয়েছিলেন নিজেদের পারফরম্যান্সে।২০২২ সাল থেকে দিল্লির হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন হর্ষিত। জাতীয় দলে সুযোগ পান ২০২৪ সালে। মাঝের দু'বছরে যে ১৩টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন, তা-ও মূলত সাদা বলের ক্রিকেটে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে টেস্ট সিরিজে লাল বলের ক্রিকেটে হর্ষিতের অভিষেক হয়, সেখানেও প্রথম দলে ছিলেন না তিনি। অতিরিক্ত ক্রিকেটার হিসাবে গিয়েই সরাসরি টেস্ট অভিষেক। চলতি বছরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে মহম্মদ সিরাজ জায়গা না পেলেও হর্ষিত পেয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দলেও ছিলেন না। তার পরেও স্রেফ গম্ভীরের 'সুপারিশে' দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন হর্ষিত। ছিলেন এশিয়া কাপের দলেও। অর্থাৎ, দু'বছরে দেশের হয়ে দু'টি আইসিসি ট্রফিজয়ী দলের সদস্য থেকেছেন তিনি। তবে পাশাপাশিই দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে অনামী ব্যাটাররদের কাছে ঠ্যাঙানি খেয়েছেন। কেকেআরের হয়ে উইকেট নিলেও প্রতি ম্যাচে তাঁর ইকোনমি ১০ রানের বেশিই থাকে যাকে 'ম্যাচ উইনার' বলে, হর্ষিত তা নন। তাঁর প্রধান শক্তি বলের গতি। ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার গতিতে বল করতে পারেন। মূলত গুডলেংথেই বল করেন। বাউন্সারের উপর জোর দেন। যেমন ওই ক্রিকেটকর্তা বলেছিলেন, "একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো বোলার নয়।"ম্যাচ জেতাতে পারেননি এখনও। তবে গম্ভীরের মন জিতেছেন। হর্ষিত রানা হওয়ার 'উপকারিতা'।

মাঠের বাইরের লড়াই শুরু করে দিল অস্ট্রেলিয়া হ্যান্ডশেক বিতর্কে খোঁচা ভারতকে

সিডনি: আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ওয়ান ডে সিরিজ। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের খোঁচা দেওয়া শুরু করে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা। আর হাতিয়ার হিসেবে তাঁরা নিয়েছেন সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটে "হ্যান্ডশেক" বিতর্ক। সম্প্রতি কায়ো স্পোর্টসের সোশাল মিডিয়ায় এক ভিডিও আপলোড করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে অজি ক্রিকেটাররা পোক করছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের হ্যান্ডশেক ইস্যুকে তুলে ধরে।উল্লেখ্য, গত এপ্রিলে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছিলেন। এরপর পাল্টা পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদুর অভিযান করে ভারত। এরপর এশিয়া কাপ ও মহিলা ওয়ান ডে বিশ্বকাপ, কোনও ইভেন্টেই পাকিস্তানের প্লেয়ারদের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। কায়ো স্পোর্টসের তরফে ভিডিও পোস্ট করা হয়েছিল। সেখানে সঞ্চালককে বলতে শোনা যাচ্ছে, """আমরা জানি ভারত আমাদের দেশে খেলতে আসছে। তবে ওদের একটা দুর্বলতা আমরা আগেই ধরে ফেলেছি। আমরা জানি ওরা প্রথাগত অভিবাদন জানানো (হাত মেলানোয়) সমর্থক নয়। তাই বল করার আগেই আমরা ওদের ছুড়ে ফেলে দিতে পারি।"""পরবর্তীতে যদিও দেখা যায় কায়ো স্পোর্টসের তরফে সেই ভিডিও ক্লিপটি ডিলিট করে দেওয়া হয়েছিল। ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়া পুরুষ দলের জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক হাত এগিয়ে দেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের দিকে। তা সরিয়ে দেন তারকা অলরাউন্ডার। অনদিকে, অস্ট্রেলিয়ার এক মহিলা ক্রিকেটার নাকে হাত দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করেন। আর এক জন হাত দিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিতও করেন।এদিকে, পাট কামিন্সকে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাবে না অস্ট্রেলিয়া। মিচেল মার্শ নেতৃত্বভার সামলাবেন। উইকেট কিপার ব্যাটার জশ ইংলিশও চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। তারকা স্পিনার আডাম জাম্পাও নেই দলে। প্রথম মাচ থেকে পারিবারিক কারণে সরে দাঁড়ান।অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে বিরাট ও রোহিত ওয়ান ডে দলে ফিরে এসেছেন। সেই ইস্যুতে ভারতের ওয়ান ডে দলের নতুন ক্যাপ্টেন শুভমন গিল বলছেন, """ওঁরা দুজনে দীর্ঘ সময়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে খেলেছেন। প্রচুর মাচ জিতিয়েছেন ভারতের জার্সিতে। আমরা সবাই চাইব যে ওঁরা যেন খোলা মনে মাঠে নামতে পারে। আর নিজেদের মাজিক দেখাতে পারে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে।""" ২০২৫ আইপিএলে শেষবার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলতে দেখা গিয়েছে। আইপিএলের মাঝেই টেস্ট ফর্মাট থেকে সরে দাঁড়ান ২ তারকা।

অনূর্ধ ১৩, ১৫ ক্রিকেট ঘিরে প্রগতি প্লে সেন্টারের প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। ১৮ অক্টোবর থেকে শুরু হবে টিসি এ পরিচালিত অনূর্ধ ১৩ এবং ১৫ ক্রিকেটের আসর। এর লক্ষ্যে বরাবরের মতো এবারও প্রস্তুত প্রগতি প্লে সেন্টার। বুধবার প্রগতি প্লে সেন্টারের ১৩ বিভাগের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও সহ অধিনায়কের নাম ঘোষণা করলেন কোচ বিজয় বিশ্বাস। ১৩ দলের দায়িত্বে এবার উজ্বল দেবনাথ ও সহ অধিনায়ক নবীন উদ্দিন। দলে বেশ কয়েকজন নতুন প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। এর মধ্যে অবশ্যই নাম বলতে হয় প্রাঞ্জল দাসের। প্রতিভা রয়েছে ক্রিকেটারটির মধ্যে।কোচ বিজয় বিশ্বাস আশাবাদী, এবার ১৩ ক্রিকেটে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরবে প্রগতির খুদে ক্রিকেটাররা। একই সঙ্গে দিন অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট দলেরও অধিনায়ক এবং সহ অধিনায়ক এর নাম ঘোষণা করলে প্রগতি প্লে সেন্টারের কর্মকর্তারা। টিসি এ পরিচালিত এই আসরে অনূর্ধ ১৫ বিভাগে এবছর প্রগতি প্লে সেন্টারকে নেতৃত্ব দেবে যশ দেববর্মা এবং সহ অধিনায়কের নায়কের ভূমিকায় রয়েছে শ্রেষ্ঠাংশু দেব।

নাইডু ট্রফি সপ্তজিতের ৯৮ বড় স্কোরের লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুই রানের জন্য সেঞ্চুরি টা হাতছাড়া করে সপ্তজিৎ অনেকটাই আফসোস করছেন। তাও রান আউট হয়ে প্যাভেলিয়নের ফিরতে হয়েছে সপ্তজিৎ কে ব্যক্তিগত ৯৮ রান করে। খেলা কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি এলিট গ্রুপে অনূর্ধ ২৩, চার দিবসীয় ম্যাচে। প্রতিপক্ষ মধ্য প্রদেশ। খেলা জব্বলপুরে নিমখেদায় মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। বড় স্কোরের লক্ষ্যেই এগুচ্ছে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা। টস জিতে অধিনায়ক সন্দীপ সরকার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ওপেনার দ্বীপজয় দেব ব্যর্থ হলেও সপ্তজিৎ দাসের ৯৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। সপ্তজিৎ ১৯৯ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি সহযোগে ৯৮ রান সংগ্রহ করে রান আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেন। আনন্দ ভৌমিক ৬৩ রান সংগ্রহ করে রিটায়ার্ড হার্ড হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেন। উইকেট রক্ষক সেন্টু সরকার ৩৭ রানে নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় রয়েছেন সৌরভ কর-কে সঙ্গে নিয়ে। দিনভর খেলে ত্রিপুরা দল ৮৭ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ২৪৯ রান সংগ্রহ করে। মধ্যপ্রদেশের বোলার বিষ্ণু ভরদ্বাজ, মাধব তেওয়ারি ও আদিত্য মিশ্র প্রত্যেকটি একটি করে উইকেট পেয়েছেন।

পিটিএজি-তে আজ সিকিম নাগাল্যান্ডের ফাইনাল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে আগামীকাল (শুক্রবার) ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে সিকিম খেলবে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। খেলা সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ট্রফি প্লেট গ্রুপের। নিছক অর্থে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ছয়টি রাজ্য দলের মধ্যে এই প্লেট গ্রুপের গ্রুপ লীগের খেলা আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়াম এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বৃষ্টির কারণে সাতটি ম্যাচ পন্ড হয়েছে। উল্লেখ্য, সিকিম বনাম নাগাল্যান্ড এর মধ্যে লীগ পর্যায়ের খেলাটিও বৃষ্টিতে পন্ড হয়েছিল। লীগের খেলায় সিকিম মিজোরামের বিরুদ্ধে ভিজেডি মেথডে ১৫ রানে হারিয়ে প্রথম জয় পেয়েছিল। শেষদিকের দুই ম্যাচে যথাক্রমে মনিপুরকে ৭ উইকেটে এবং অরুণাচল প্রদেশকে ৪০ রানে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়ে ফাইনালে খেলছে। পক্ষান্তরে নাগাল্যান্ড দুটি ম্যাচে জয়ী হয়েছিল যথাক্রমে অরুণাচল প্রদেশকে ছয় উইকেটে এবং মনিপুরকে আট উইকেটে হারিয়ে।

গোয়ালিয়রে সিনিয়র মহিলা টি-২০ ত্রিপুরা ওড়িশা মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দল আগামীকাল ওড়িশার বিরুদ্ধে খেলবে। মহিলা সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দলের কাছে এটি ৬ষ্ঠ ম্যাচ। এ পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে একটিতে জয়ী হয়ে ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা কিছুটা জাত চেনানোর চেষ্টা করলেও ওড়িশার অবস্থান কিন্তু আরো কিছুটা পিছিয়ে। কেননা এ পর্যন্ত উড়িষ্যা দল পাঁচটি ম্যাচ খেলে পাঁচটিতেই পরাজিত হয়ে পয়েন্ট খুইয়েছে। ক্রমান্বয়ে হায়দ্রাবাদের কাছে ৫ উইকেটে, হিমাচল প্রদেশের কাছে ৪২ রানে, ছত্তিশগড়ের কাছে ৪৭ রানে, অন্ধ্রের কাছে ৪ উইকেটে এবং কর্ণাটকের কাছে ৩ উইকেটে হেরেছে উড়িষ্যা। এদিকে, ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচে হরিয়ানার কাছে ৭৬ রানে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হায়দ্রাবাদ কে ৪৮ রানে পরাজিত করে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিল। এরপর কিন্তু আর জয়ের মুখ দেখা হয়নি। পরপর তিন ম্যাচে যথাক্রমে কর্ণাটকের কাছে নয় উইকেটে, হিমাচল প্রদেশের কাছে ২১ রানে এবং ছত্তিশগড়ের কাছে ৭ উইকেটে হেরে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে এসেছেন। মোট কথা আগামীকাল ত্রিপুরা দল ওড়িশার বিরুদ্ধে জয়ে ফিরতে চাইছে।

ভিনু মানকর : নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ত্রিপুরা আজ চন্ডিগড়ের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ লিগে শেষ ম্যাচ আগামীকাল। অন্ততপক্ষে একটি ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেতে ভীষণভাবে আগ্রহী ত্রিপুরার যুবা ক্রিকেটাররা। ভিনু মানকর ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা আগামীকাল, শুক্রবার গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে খেলবে। অন্তিম ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে চাইছে ত্রিপুরা দল চন্ডিগড় কে হারিয়ে। চন্ডিগড় অনূর্ধ ১৯ পুরুষ ক্রিকেটাররা কিন্তু প্রথম ম্যাচে ছয় উইকেটের ব্যবধানে ছত্রিশগড়ের কাছে পরাজিত হলেও পরবর্তী দুই ম্যাচে যথাক্রমে কর্ণাটককে ৩৮ রানে এবং হিমাচল প্রদেশকে দুই উইকেটে হারিয়ে দারুন ভাবে এগিয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ ম্যাচে পুনরায় হারের মুখ দেখতে হয়েছে হায়দ্রাবাদের কাছে চার উইকেটে হেরে। এদিকে, ত্রিপুরা দল কিন্তু পরপর চার ম্যাচে যথাক্রমে হিমাচল প্রদেশের কাছে ৯১ রানে এবং হায়দ্রাবাদের কাছে ৮ উইকেটে, কর্ণাটকের কাছে ২০৬ রানে এবং ছত্তিশগড়ের কাছে ২৬৫ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে পয়েন্ট তালিকায় ছেলেদের অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ক্রিকেটে তথা ভিনু মানকর ট্রফিতে এলিট গ্রুপ ডি বিভাগে একেবারে তলানিতে অবস্থান করছে।

আহমেদাবাদেই বসতে চলেছে কমনওয়েলথ গেমসের আসর ?

২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসের জন্য সরকারিভাবে বিড জমা দিয়েছিল ভারত। বুধবার, কমনওয়েলথ গেমসের নির্বাহী বোর্ড ঐতিহ্যবাহী গেমের আয়োজক শহর হিসেবে আহমেদাবাদকে সুপারিশ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে ভারতে কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসবে কি না, চূড়ান্ত নেওয়া হবে নভেম্বরের শেষে।জানা গিয়েছে, ২৬ নভেম্বর গ্লাসগোতে কমনওয়েলথ গেমসের সাধারণ অধিবেশনে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কমনওয়েলথ স্পোর্টস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে হবে এই অধিবেশন। কমনওয়েলথ গেমস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং গুজরাট সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিনিধি দল এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সরকারিভাবে দরপত্র জমা দিয়েছিল আগেই। লন্ডনে কমনওয়েলথ স্পোর্টের কাছে তারা এই বিড করেছিল। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, কমনওয়েলথ গেমসের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আহমেদাবাদকে আয়োজক শহর হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। ২৭ আগস্ট মেগা এই প্রতিযোগিতা বিড করার অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য বিড করে ভারত।কমনওয়েলথ স্পোর্টের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ড. ডোনাল্ড রুকরে ভারত ও নাইজেরিয়া দুই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, দুই দেশের প্রস্তাব আকর্ষণীয় ছিল। তাছাড়াও কমনওয়েলথ গেমস অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট পি টি ঊষা বলেন, "আহমেদাবাদে শতবর্ষের গেমস আয়োজন করা ভারতের কাছে দারুণ সম্মানের হবে। যা কেবল দেশের ক্রীড়া গুরুত্বকেই নয়, ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের দিকেও নিয়ে যাবে। ভারতে এই গেমস আয়োজিত হলে যুবসমাজও অনুপ্রাণিত হবে।"
এর আগে ২০১০ সালে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করেছিল ভারত। গ্লাসগোয় সিদ্ধান্তের পরেই জানা যাবে, ভারতে দ্বিতীয়বার কমনওয়েলথ আয়োজিত হবে কি না। আয়োজক হিসাবে আহমেদাবাদ বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো বহন করতে প্রস্তুত। তাছাড়াও এখানকার ক্রীড়া সংস্কৃতিও উন্নত মানের। আন্তর্জাতিক স্তরের ইভেন্ট পরিচালনার অভিজ্ঞতার জন্যও পরিচিত এই শহর। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল আয়োজিত হয়েছিল এই শহরেই। সেই কারণেই আয়োজক শহর হিসাবে আহমেদাবাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ৭২টি দেশ অংশ নিতে পারে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে বিরাট সংখ্যক অ্যাথলিট, কোচ, কর্মকর্তা, সমর্থক, মিডিয়া কর্মীরা ভারতে আসবেন। এতে দেশের পর্যটন, হসপিটালিটি, বাজার, পরিবহণ খাতে অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধি পাবে। কমনওয়েলথ গেমস কেবল ক্রীড়া উৎসবই নয়, এতে ক্রীড়া বিজ্ঞান, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে ব্রডকাস্টিং, আইটি এবং জনসংযোগ-সহ বহু খাতে কর্মসংস্থানের নতুন দরজা খুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১০ সালে শেষবার কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসেছিল ভারতে। সেবছর দিল্লিতে আয়োজিত হয়েছিল ইভেন্টটি। এবার গেমস আয়োজনের দায়িত্ব ভারত পেলে তা হবে আহমেদাবাদে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাজঘরে গম্ভীর

টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে জয় এলেও দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লড়াইয়ের প্রশংসা করলেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচের মতে, ক্রিকেটের স্বার্থেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসা প্রয়োজন। ম্যাচের পর রোস্টন চেজেদের সাজঘরে গিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করলেন গম্ভীর।
খেলা শেষ হওয়ার পর সাজঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারেরা। দরজা খুলে নিজেই প্রতিপক্ষের সাজঘরে ঢুকে যান গম্ভীর। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের হতাশা। তাঁদের প্রাথমিক জড়তা কাটার পর কথা বলেন গম্ভীর। তিনি বলেন, "দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তোমরা যে ভাবে লড়াই করেছ, সেটা সত্যিই প্রশংসার। তোমাদের ১১জন ক্রিকেটারই লড়াই করেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন লড়াই। দেখো, ক্রিকেট দলগত খেলা। এমন খেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, সকলের প্রতিটি অবদান প্রশংসিত হওয়া। কেউ সেঞ্চুরি করলে বা ৫ উইকেট নিলে, তাকে নিয়ে মাতামাতি হওয়া স্বাভাবিক। সেটাই হয় সাধারণত। কিন্তু তাদের পাশে দলের কোচ বা অন্য সাপোর্ট স্টাফদের দাঁড়ানোর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনেক ছোট ছোট অবদান একটা দলকে গড়ে তোলে। বড় অবদানগুলো নিয়ে হয়তো আলোচনা হয়, সেগুলো শিরোনাম হয়, কিন্তু দল তৈরি হয় সকলের ছোট ছোট অবদানগুলো মিলিয়ে।"
গম্ভীর আরও বলেন, "শেষে তোমাদের একটা কথা বলতে চাই। আমি বিশ্বাস করি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্ব ক্রিকেটকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেটের প্রয়োজন রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এই কথাটা তোমরা মনে রাখবে। একটা ক্রিকেট জাতির ভিত্তিই হল শক্তিশালী টেস্ট দল। তোমরা টেস্টের জার্সি যখনই পরবে, তখনই মনে করবে দেশের জন্য কিছু একটা করার সুযোগ রয়েছে। যারা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলে, তারা এমন সুযোগ খুবই কম পায়।" ভারতীয় দলের কোচের বক্তব্য সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম সারির অধিকাংশ ক্রিকেটারই এখন টেস্ট খেলেন না। তাঁরা শুধু সাদা বলের ক্রিকেট খেলেন। বিশেষ করে ২০ ওভারের ক্রিকেট। বিভিন্ন দেশের টি-টোয়েন্টি লিগ খেলেন তাঁরা। মূলত বেশি রোজগারের জন্যই টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চান না তাঁরা। ফলে দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট দল। চেজ, সাই হোপ, তেজনারাইন চন্দ্রপল, জন ক্যাম্পবেল, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, জেডেন সিলসের মতো যাঁরা এখনও টেস্ট খেলছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে, তাঁদের উৎসাহিত করেন গম্ভীর।

সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠলেন কুলদীপ

সদ্যসমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ১২টি উইকেট পেয়েছিলেন। সেই দুরন্ত পারফরম্যান্সে ভর করে কেরিয়ারের সেরা টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এলেন কুলদীপ যাদব। সাতধাপ উন্নতি করে তিনি ১৪তম স্থানে উঠে এলেন। অন্যদিকে, টেস্ট ক্রমতালিকায় উন্নতি হয়েছে যশস্বী জয়সওয়াল এবং কে এল রাহুলেরও। অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন রবীন্দ্র জাদেজা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচে মোট ১২ উইকেট তুলে নেন কুলদীপ। দিল্লি টেস্টে মোট আট উইকেট যায় তাঁর ঝুলিতে। প্রথম ইনিংসে তাঁর পাঁচতারা পারফরম্যান্সে ভর করেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফলো অন করায় ভারত। দিল্লি টেস্টের সেরা ক্রিকেটারও নির্বাচিত হন কুলদীপ। সেই দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরেই সাতধাপ উন্নতি হয়েছে তাঁর টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে। ৬৮৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ১৪তম র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছেন কুলদীপ। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে রয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ।
সদ্যসমাপ্ত সিরিজে দারুণ ফর্মে ছিলেন ভারতীয় দলের দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং কে এল রাহুল। সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকাতেও সকলের উপরে রয়েছেন তাঁরা দু'জন। এবার আইসিসির নতুন র‍্যাঙ্কিংয়েও দু'ধাপ করে উন্নতি হল তাঁদের।

আদমসুমারিতে 'আদিবাসী ধর্ম' স্বীকৃতির জন্য পৃথক কলমের দাবি জোরালো, রাজ্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি কংগ্রেসের

আগরতলা, ১৬ অক্টোবর: ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটি অন্যতম মৌলিক দিক হলো সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা। এই নীতি অনুসরণ করেই দেশজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি উঠছে। আগামী ২০২৭ সালে অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারতের পরবর্তী আদমসুমারিতে এই দাবিকে সামনে রেখেই এবার রাজ্য সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

তিনি তাঁর প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলেছেন, গণতন্ত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় ও বিশ্বাসের স্বীকৃতি একান্ত জরুরি। ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী দেশে আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল ৮.৬ শতাংশ। আজ সেই সংখ্যা আরও অনেকটাই বেড়েছে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত রাখার জন্য তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

২০২৭ সালের জনগণনার জন্য কেন্দ্রীয় জনগণনা কর্তৃপক্ষ যে ফরম্যাটের খসড়া প্রকাশ করেছে, তাতে ধর্মীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের জন্য পৃথক কলম রাখা হয়েছে। এছাড়াও একটি ওআরপি কলমে অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসকে স্থান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী দাবি করেছেন, দেশের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান, যেমন সারনা, গণ্ডো, দোনি-পোলো, নাতাফ, ওঝা-আচার্যভিত্তিক আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এগুলো ওআরপি-র ছায়াতলে হারিয়ে যাবে। এদের জন্য একটি পৃথক ও স্পষ্ট কলম রাখা জরুরি, যেখানে একজন আদিবাসী নাগরিক তাঁর ধর্ম হিসেবে আদিবাসী ফেইথ' নির্বাচন করতে পারবেন।

বিবৃতিতে তিনি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিধানসভা সম্প্রতি এই দাবির পক্ষে সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছে। সেখানে আদিবাসী ধর্মবিশ্বাসের স্বীকৃতির জন্য আদমসুমারির ফরম্যাটে পৃথক কলম সংযোজনের আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের এই মুখপাত্রের দাবি, ত্রিপুরা রাজ্যে আদিবাসী জনসংখ্যা ৩১ শতাংশেরও বেশি। এই জনগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অন্যদের থেকে আলাদা। তাই তাঁদের বিশ্বাসের সাংবিধানিক মর্যাদা দিতে হলে রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা, সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান, রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে একটি সম্মিলিত প্রস্তাব গৃহীত হোক। বিধানসভায় প্রস্তাব পাস, রাজ্য বিধানসভায় 'আদিবাসী ধর্ম' স্বীকৃতির পক্ষে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক।

ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ অক্টোবর : ধলাই জেলার কমলপুরের এরারপাড় এলাকায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন দুই যুবক। বুধবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ২০৮ নং জাতীয় সড়কে একটি স্কুটি ও বারো চাকার লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত দুই যুবকের নাম সুদীপ বিশ্বাস (২৩) ও শিবশঙ্কর দাস, দু'জনেই আমবাসা এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় তারা স্কুটি নিয়ে কমলপুরের হারেরখোলা এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। সেখান থেকে রাতের দিকে আমবাসায় ফেরার পথে এরারপাড় এলাকায় এসে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বারো চাকার লরির সঙ্গে তাদের স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুই যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়েন।

দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আহতদের উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা রাত ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থার কারণে ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা হাসপাতালে পৌঁছে আহতদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং তাদের কুলাই হাসপাতালে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পর থেকে জড়িত লরিটি আটক করা হয়েছে এবং চালককে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। স্থানীয়দের মতে, এলাকায় ভারী যানবাহনের অতিরিক্ত চলাচল ও পর্যাপ্ত আলোর অভাবের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মনরেগা কর্মচারীদের ছয় দফা দাবিতে সচিবের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর : দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতন ও ভাতা সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে মনরেগা এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বৃহস্পতিবার আর.ডি. দপ্তরের সচিবের কাছে ছয় দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্গাপূজা পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত রাজ্যের মনরেগা কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য বেতন ও ভাতা পাননি। ফলে কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দল এদিন সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত বকেয়া বেতন প্রদান, চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মপরিবেশ উন্নয়নসহ মোট ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে।

মা আসছেন ...

আমরা চাই সচেতন, সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধশালী গ্রাম : পঞ্চায়েত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর : ফিনান্সিয়াল লিটারেসি বা আর্থিক সাক্ষরতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জন নয়, এবিষয়ে সচেতন হওয়া বা জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মানুষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলের অনেক মানুষ আজও আর্থিক বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিগণকে এবিষয়ে গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। আমরা চাই সচেতন গ্রাম, সুরক্ষিত গ্রাম ও সমৃদ্ধশালী গ্রাম। তবেই ভারত স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী (গ্রামোন্নয়ন) কিশোর বর্মণ আজ হোটেল পোলো টাওয়ারে দু''দিনব্যাপী ফিনান্সিয়াল লিটারেসি বা আর্থিক সাক্ষরতা শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রণালয়, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের আর্থিক জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই কর্মশালায় বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিভিন্ন জিলা পরিষদের সভাধিপতিগণ, পঞ্চায়েত সমিতি ও বিএসি''র চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধানগণ, পঞ্চায়েত দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অনুরাগ সেন, বিডিওগণ সহ পঞ্চায়েত দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ অংশ নেন। কর্মশালার উদ্বোধন করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম এরূপ কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত সরকার দেশের ৬টি রাজ্যে এরূপ কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরাকেও বেছে নেওয়া হয়েছে। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, রাজ্যে সেবির এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

কেননা, গ্রামের অনেক মানুষ আজও সঞ্চয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। চিট ফান্ডে অর্থ সঞ্চয় করেন। উচ্চ সুদে ঋণ নেন। আসল ও সুদ পরিশোধ করতে না পারলে আর্থিক সংকটে ভোগেন। স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে নি:স্ব হন। মোবাইলে ভুয়ো ম্যাসেজ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতারিত হন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকল্প যেমন অটল পেনশন যোজনা, মুদ্রা যোজনা, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, জীবনজ্যোতি বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প, ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। যাতে তারা ঋণের ফাঁদে পা না বাড়ান। সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে এই প্রকল্পগুলোর সুযোগ পৌঁছে দিতে পারলেই এরূপ কর্মশালার আয়োজন সার্থক হয়ে উঠবে। প্রয়োজনবোধে প্রতিটি পঞ্চায়েতে একটি করে ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস সেন্টার গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, টাকা রোজগার করলেই হবে না। সেই টাকা সঠিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখতে হবে। যাতে গ্রামের মানুষ আর্থিকভাবে প্রতারিত না হন। তিনি বলেন, গ্রামীণ মানুষের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়ন হলেই রাজ্য তথা দেশের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং বলেন, পঞ্চায়েত স্তরের অনেক মানুষ আর্থিক সঞ্চয়ের বিষয়ে সঠিকভাবে ধারণা নেই। আশাকরি এই কর্মশালা ত্রিস্তরীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের কাছে নতুন বার্তা পৌঁছে দেবে। স্বাগত বক্তব্যে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া তথা সেবির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সুনীল জয়াওয়ান্ট কদম সেবির কাজকর্ম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পঞ্চায়েত দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব প্রসূন দে বলেন, একজন ব্যক্তির আর্থিক সমৃদ্ধি হলে সমাজ ও রাজ্য উপকৃত হয়। তাছাড়া আলোচনায় অংশ নেন সেবির মুখ্য ব্যবস্থাপক দীপ্তি আগরওয়াল। এছাড়া ফিনান্সিয়াল লিটারেসি রিলেটেড কনসেপ্টস এন্ড পার্সোনাল ফিনান্স পার্ট-ওয়ান এবং পার্ট-টু নিয়ে আলোচনা করেন সেবির প্রাক্তন এম এফ (নর্থ ইস্ট) সুবীমান দত্ত। ইনট্রোডাকশান অব সিকিউরিটিজ মার্কেট এন্ড ইকোসিস্টেম এবং প্রি-রিকিউজিটস টু ইনভেস্ট ইন সিকিউরিটিজ মার্কেট নিয়ে আলোচনা করেন সিডিএসএল-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মলয় বিশ্বাস। সেবির রুল এন্ড ফাংশনস নিয়ে আলোচনা করেন সেবির সিজিএম অতনু পন।

উত্তর ত্রিপুরায় জিএসটি হ্রাসের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে না পৌঁছানোয় বিজেপির ডেপুটেশন জেলা প্রশাসনের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সম্প্রতি নিত্যপ্রয়োজনীয় একাধিক পণ্যে জিএসটি হ্রাস করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ আর্থিক স্বস্তি পান। কিন্তু বাস্তবে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যাচ্ছে, সেই জিএসটি হ্রাসের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছে না। এর ফলে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা বিজেপি কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসনের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক নজরদারি আরও জোরদার করতে হবে, যাতে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং সাধারণ মানুষ প্রকৃতভাবে উপকৃত হন।

ডেপুটেশন গ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক। তিনি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে জানান, প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হবে, যারা দ্রুত তদন্ত করে দেখবে জিএসটি হ্রাসের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না।

বিজেপির জেলা নেতৃত্বের বক্তব্য, কেন্দ্র সরকার জনগণের আর্থিক স্বস্তি নিশ্চিত করতে যেভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে কর কমিয়েছে, তার বাস্তব সুফল যদি বাজারে প্রতিফলিত না হয়, তবে প্রশাসনের সক্রিয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

মোহনপুরে শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর : রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসব হল দুর্গাপূজা। এই উৎসবকে সুন্দর ভাবে আয়োজন করার লক্ষ্যে ক্লাবগুলির মধ্যে এক সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে এবছরও দুর্গাপূজা সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল মোহনপুর পুর পরিষদ কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে শারদ সম্মান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ একথা বলেন। মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতি বছরই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, হেডলাইন্স ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ, আগরতলা পুর নিগম সহ অন্যান্য সংস্থা শারদ সম্মানের আয়োজন করে থাকে। ক্লাবগুলি পূজা আয়োজনের পাশাপাশি এলাকার জনগণের কল্যাণেও এগিয়ে আসতে হবে। বন্যা সহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ও ক্লাবগুলিকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সহ নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনেও ক্লাবগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস প্রমুখ। শারদ সম্মান উপলক্ষে ১৩ টি বিভাগে মোহনপুর মহকুমার ৩২টি ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও সেরার সেরা হিসাবে মনিপুরি পাড়ার নবীন সংঘকে পুরস্কৃত করা হয়। কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পনির ও বেকারি পণ্য প্রস্তুত, বিশালগড় প্রশাসনের অভিযানে কারখানা ও বেকারিতে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ অক্টোবর : অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পনির ও খাদ্য সামগ্রী তৈরির অভিযোগে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বড়সড় অভিযান পরিচালনা করা হয়। খবরের সূত্রে বিশালগড় ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস, ফুড ইন্সপেক্টর এবং এনফোর্সমেন্ট টিমের একটি যৌথ দল বিশালগড় আমবাগান এলাকার একটি পনির তৈরির কারখানায় হানা দেয়।

অভিযানে দেখা যায়, অস্বাস্থ্যকর ও খাবারের অযোগ্য জল ব্যবহার করে সেখানে পনির তৈরি হচ্ছে। কারখানার কোনো প্রকার বৈধ কাগজপত্র, লাইসেন্স বা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট নেই। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, এসব কার্যক্রম সম্পূর্ণ বেআইনি এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক।

অভিযান চলাকালীন প্রশাসন একইসঙ্গে বিশালগড়ের 'মায়া বেকারী' নামের একটি বেকারিতেও হানা দেয়। সেখানে পাওয়া যায় চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য, এবং নোংরা উৎপাদনস্থলযেখানে কেক তৈরির জায়গার পাশে প্রস্রাবের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল। উপরন্তু, বেকারিটির ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদও দীর্ঘদিন আগে শেষ হয়েছে।

ফলত, একাধিক গুরুতর অনিয়মের কারণে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন ওই বেকারিতে তাৎক্ষণিকভাবে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

সোনামুড়ায় দুর্গা বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। কখনো বা রামঠাকুর সেবা মন্দির, কখনো বা দুর্গাবাড়ি আবার কখনো বা মহকুমা শাসক অফিসের ক্যান্টিন, প্রতিনিয়ত নেশাখোরদের দৌড়াত্বে অতিষ্ঠ সোনামুড়াবাসী। নেশার খোরাক যোগাতে প্রতিরাতেই হানা দিচ্ছে বাড়িঘরের পাশাপাশি শহরের প্রাণকেন্দ্রের মন্দিরগুলিতে। এমনকি বাদ পড়ছে না খোদ সোনামুড়া মহকুমা শাসক অফিসের ক্যান্টিন ও। এবারে ফের মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গতকাল রাতে সোনামুড়া ঐতিহ্যবাহী দুর্গাবাড়ির প্রণামী বাক্সে থাবা বসালো নিশি কুটুমরা। প্রণামী বাক্স ভেঙ্গে নিয়ে যায় সমস্ত অর্থরাশি। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানায় প্রতিবছর দীপাবলি অর্থাৎ কালীপুজোর পরেই এই প্রণামী বাক্স খোলা হয় যার থেকে প্রায় ভালো অংকের একটা প্রণামী অর্থ পাওয়া যায় আর সেগুলিকে মন্দিরের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হয়। কিন্তু হঠাৎই আজ মন্দির কর্তৃপক্ষ এই দুর্গাবাড়িতে আসতেই চুরির ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

সোনামুড়া জেলা ও দায়রা জজের আদালতের পাশেই এমনকি মহকুমা শাসক অফিস সংলগ্ন এই দুর্গা বাড়িতে চুরির ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র এলাকায়। তাছাড়া বেশ কিছুদিন পূর্বে সোনামুড়া মহকুমা শাসক অফিস ক্যানটিনেও থাবা বসায় চোরেরা। নিয়ে যায় গ্যাস সিলিন্ডার সহ বেশ কিছু মূল্যবান আসবাবপত্র। তাই প্রতিনিয়ত এই ধরনের চুরি কাণ্ডের ঘটনায় রীতিমতো রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এলাকাবাসীর।

একাংশের অভিমত নেশার রমরমাতেই এই ধরনের চুরি কান্ডের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে আর যেটা বাগে আনতে পারছে না মহকুমা পুলিশ প্রশাসন। নেশার খোরাক যোগাতেই এই ধরনের চুরি-কাণ্ড সংঘটিত করছে নেশাখোররা, দাবি প্রশাসনের। যদিও পরবর্তী সময়ে দুর্গাবাড়ি মন্দির কমিটির সদস্যরা সোনামুড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ মন্দিরে গিয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বলেও জানা যায়। প্রতিনিয়ত এ ধরনের ঘটনায় রীতিমতো প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে দায়ী করছে সাধারণ মানুষ, দাবি উঠেছে সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার।

ফের গৃহস্থের বাড়িতে চোরের হানা আলমারি ভেঙ্গে নগদ অর্থ নিয়ে গেল চোর

আগরতলা, ১৬ অক্টোবর : ফের গৃহস্থের বাড়িতে হাত সাফ করল চোর। আলমারি ভেঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন বাড়ির মালিক। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার রাতে আমতলী থানাধীন রানীরখামার ঝিলিকবাজার এলাকার অজয় ঋষি দাসের বাড়িতে চোরের দল হানা দেয়। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে তাদের বাড়িতে কেউই ছিলেন না, তারা নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আজ সকালে বাড়িতে এসে দেখতে পান রান্নাঘরের দরজা ভাঙ্গা। সেদিকে চোরের দল প্রবেশ করে ঘরের ভেতরে আলমারিতে থাকা নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত করে গেছেন বলে জানিয়েছেন বাড়ির মালিক। এই ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ঘটে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক রেড রান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর : স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে আজ সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার প্রধান গেইটে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক রেড রান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যুব সমাজকে খেলাধুলা, শরীর চর্চা এবং উপযুক্ত সচেতনতার মাধ্যমে এইডস এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিষ দাস, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির সহ-অধিকর্তা ডা. কৌশিক রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত, সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার অধিকর্তা সিদ্ধার্থ দেববর্মা, ডিসিএম অরূপ দত্ত প্রমুখ। রেড রান প্রতিযোগিতায় বিশালগড়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়, সোনামুড়ার কাজী নজরুল মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্রামগঞ্জের আই টি আই থেকে মোট ৯৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারিকে ৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারিকে ৩ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারিকে ২ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১২ জনকে সান্তনা পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেকের হাতে ১ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

ধর্মনগর কলেজে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে, যুব কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে এবিভিপি-র ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ অক্টোবর: ধর্মনগর কলেজে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া উত্তেজনার রেশ এখনও প্রশমিত হয়নি। ঘটনার পর নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে যুব কংগ্রেস সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ। অভিযোগ, তিনি কলেজে উপস্থিত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে হুমকি দেন এবং পরবর্তীতে সামাজিক মাধ্যমেও হুমকিমূলক মন্তব্য পোস্ট করেন।

এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর ছাত্রছাত্রীরা উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে জেলা প্রশাসনের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ ডেপুটেশন প্রদান করেন।

ডেপুটেশনে এবিভিপি প্রতিনিধিদল দাবি জানায়, কলেজ চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তারা আরও বলেন, শিক্ষার পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ ও ভয়মুক্ত রাখার দায়িত্ব প্রশাসনের, তাই বিষয়টিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

এবিভিপি নেতৃত্বের অভিযোগ, যুব কংগ্রেস নেতার এই ধরনের আচরণ শিক্ষাঙ্গনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করছে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে।

অতিরিক্ত জেলাশাসকের পক্ষ থেকে এবিভিপি প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ধর্মনগর কলেজের ঘটনাকে ঘিরে শুধু শিক্ষাঙ্গন নয়, রাজনৈতিক অঙ্গনেও ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছে জেলা প্রশাসন।

সালেমা ব্লকে নির্মাণ কাজের গুণগত মান উন্নয়নে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ অক্টোবর : নির্মাণ কাজের গুণগত মান রক্ষার উদ্দেশ্যে সালেমা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা। বৃহস্পতিবার কমলপুর মহকুমার সালেমা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সালেমা আরডি ও সালেমা ব্লকের অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের টেকনিক্যাল দিক ও কাজের মান উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন বিনা বিশ্বাস, সালেমা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অপূর্ব পোদ্দার, সালেমা ব্লকের বিডিও অভিজিৎ মজুমদার, সালেমা আরডি এসডিও শুভ্রজিৎ দাস, আমবাসা আরডি ইঞ্জিনিয়ার বিজন কুমার দে সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ।কর্মশালায় প্রশিক্ষকরা নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় রাখার কৌশল, কাজের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপকরণ ব্যবহার এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মান উন্নয়ন বিষয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করেন ।বক্তারা জানান, সরকার পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে কাজের গুণমানের উপর। তাই প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ার ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার উচিত নির্ধারিত নির্দেশিকা মেনে কাজ সম্পন্ন করা।

টোবাকো ফ্রি ইউথ ক্যাম্পিং ৩.০ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সকালে ত্রিপুরা স্টেইট এইডস কন্টোল সোসাইটি এবং ডিসট্রিক্ট হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফার সোসাইটি এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেল লঞ্চিং প্রোগ্রাম টোবাকো ফ্রি ইউথ ক্যাম্পিং ৩.০ এর উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। ডিস্ট্রিক লেভেল রেড রান কম্পিটিশন ২০২৫।

এই রান কম্পিটিশনে অংশগ্রহন করেন প্রায় শতাধিক যুবক-যুবতী, রান শুরু হয় বৃহস্পতিবার সকাল সাত ঘটিকায়। সিপাহীজলা ট্রেনিং সেন্টার মাঠ থেকে সিপাহীজলা মেইন ফটকে এসে রান সমাপ্তি হয়.! এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা, এ ডি এম সুভাষ দত্ত, সিপাহীজলা জো লজিক্যাল ডাইরেক্টর সিদ্ধার্থ দেববর্মা, সিএমও দেবাশীষ দাস সহ জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস ও অন্যান্য আধিকারিক গণ।

ক্যান্সার রোগ সনাক্তকরণে উত্তর জেলায় প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর: ক্যান্সার রোগ সনাক্তকরণে স্বাস্থ্যকর্মীদের আরও পারদর্শী করে তুলতে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৪ অক্টোবর উত্তর ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। একদিবসীয় এই কর্মশালায় জেলার ৫২ জন কমিউনিটি হেলথ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দীপক চন্দ্র হালদার। মূলত মুখগহ্বর, জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কি কি হতে পারে এবং তার ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে যাতে ক্যান্সার রোগ সনাক্ত করা যায় এর উপর গুরুত্বারোপ করা হয় প্রশিক্ষণ শিবিরে।

সোনামুড়ায় ডিজিটাল রেশন কার্ড বিতরণের কাজ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৬ অক্টোবর: খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে সোনামুড়া মহকুমা এলাকার বিভিন্ন রেশন শপের মাধ্যমে রেশন কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে ডিজিটাল রেশন কার্ড বিতরণ করার কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত সোনামুড়া মহকুমা এলাকাধীন ৬০ হাজার ৯৪০টি রেশন কার্ড এর মধ্যে ২৭ হাজার ৫২৮টি রেশন কার্ড ডিজিটাল রেশন কার্ডের

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas